# সাধু তুকারামের জীবন-চরিত।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।



মাঘ ১৩০৩ সাল।

মূল্য চারি আনা।

# উৎসর্গ।

পিতৃ-দেব ৺ তপস্যারাম গঙ্গোপাধ্যায়
মহাশয়ের পবিত্র আত্মাকে এই
ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত
উৎসর্গ করিলাম।

লেখক।

# সূচী পত্র।

# শুদ্ধি পত্র।

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২<br>৩ | ১২<br>৪ | শুদ্র | শূদ্র |
| ৪ | ৪ | মিস্তাণ | নির্ম্মাণ |
| " | ৫ | ইহাদের | ইহাঁদের |
| " | ১৪ | বষব | বিষয় |
| ৫ | ১ | অবস্থত | অপস্থত |
| " | ৭ এবং ১৪ | দুর্ভিক্ষ্য | দুর্ভিক্ষ |
| | ৯ | বিটোবা | বিঠোবা |
| ৬ | ১১ | দতাম | দিতাম |
| " | ১৩ এবং ১৪ | ব্িশ্বস্তিব | বিশ্বস্তব |
| " | ৬ | প্রাতিকব | প্রীতিকব |
| ১ | ২০ | একটি | একটী |
| ৩ | ১ | বিঠল | বিঠ্‌ঠল |
| | ১২ | প্রতাতি | প্রতীতি |
| ৫ | ১৭ | থাকুক | থাক |
| ৮ | ১৯ | মনুনিযা | স্বনুনিম্না |
| ৯ | ৪ | মনে | স্থনে |
| ০ | ১ | শিষ্য | প্রশিষ্য |
| ২ | ৯ | একটি | একটী |
| ৫ | ১৩ | সাষ্টাঙ্গে | সাষ্টাঙ্গ |
| | ১৮ | সংস্কীর্ণ | সঙ্কীর্ণ |

| পৃষ্ঠা | পঙ্ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩০ | ১৪ | ইন্দ্রিয়াণী | ইন্দ্রায়ণী |
| ৩৮ | ২১ | অহংকারী | অহঙ্কারী |
| ৪১ | ১৪ | তুকারামেয় | তুকারামের |
| „ | ১৯ এবং অন্যান্য পৃষ্ঠায়, | শিবজীর | শিবাজীর |
| „ | ২২ | তুশূকারাম দ্র | তুকারাম শূদ্র |
| ৪৩ | ৯ | শীব | শিব |
| ৪৬ | ১৪, ১৬ এবং ১৭ | বিঠল | বিঠ্ঠল |
| ৪৭ | ২ | ভত্তিই | ভক্তিই |
| ৬০ | ৮ | শুদ্র | শূদ্র |
| ৬৪ | ২১ | অবস্হত | অপস্হত |
| ৭০ | ১১ | ধনাধীপ | ধনাধিপ |
| „ | ২২ | গগন | গগণ |
| ৭২ | ২০ | কএকটা | কএকটী |
| ৭৯ | ১ | দুইটা | দুইটী |
| ৭৯ | ১৯ | গেরুয়া | গৈরিক |
| ৮০ | ১৭ | যাহার | যাঁহার |
| ৯৩ | ১১ | সামবাজ্যের | রাজ্যের |
| ৯৩ | ১৭ | কলেক্টবেব | কলেক্টরের |
| ৯৪ | ২ | পঞ্চায়েত | পঞ্চায়ৎ |
| „ | „ | পঞ্চাযেতেব | পঞ্চায়তের |
| | | বিজ্ঞাপন। | |
| ১ | ২ | Mam | Ram |

# ভূমিকা।

আমি দ্বাদশবৎসর ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে, আমি মহারাষ্ট্রীয় কএকজন সাধুর জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান হই। সেতারা নিবাসী রাজমান্য রাজশ্রী নারায়ণ গোপাল জ্যোষী মহাশয় আমাকে এই কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এজন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ রূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি এখন সাধু তুকারামের জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলাম। আরো কএকজন সাধুর জীবনী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

তুকারাম শূদ্র ছিলেন। কিন্তু, পবিত্র জীবনের এমনি প্রভাব যে, তিনি এখন দাক্ষিণাত্যের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সমাদর পাইতেছেন। তুকারামের প্রভাব কেবল দাক্ষিণাত্যের মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাঁহার যশঃসৌরভ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তুকারাম একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা, প্রাঞ্জল, মিষ্ট এবং উচ্চ ধর্ম্মভাব ব্যঞ্জক। * অভঙ্গ দ্বারা তিনি তাঁহার মনের ভাব

---

* অভঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয় পদ। যেমন বঙ্গদেশে রামপ্রসাদী পদ বিখ্যাত, তেমনি দাক্ষিণাত্যে তুকারামের অভঙ্গ বিখ্যাত। অভঙ্গের প্রকৃত অর্থ, যাহা ভঙ্গ নহে। কোন কোন অভঙ্গ ১০০ চরণে সম্পূর্ণ হইয়াছে। অধিক বিস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, ইহার নাম অভঙ্গ হইয়াছে।

ব্যক্ত করিতেন। তুকারামের কবিতায় মৌলিকতা আছে। দাক্ষিণাত্যের কৃত-বিদ্য লোক সকল, তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয় কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা ইউরোপের কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণের ও মন আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। খ্যাত নামা ডাক্তার মারে মিচেল (Doctor Murray Mitchell) মহোদয় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বম্বে এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (Journal of the Bombay Asiatic Society) তুকারামের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন, এবং খ্যাতনামা সার আলেকজ্যাণ্ডার গ্রাণ্ট (Sir Alexander Grant) মহোদয় লিখিত তুকারামের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ক একটী প্রবন্ধ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফর্টনাইটলি রিভিউতে (Fortnightly Review) প্রকাশিত হয়। উভয়েই তুকারামের কএকটী অভঙ্গ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তুকারাম ৩২০০০ চরণে সম্পূর্ণ অষ্টসহস্রের অধিক অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহার কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও এই সাধু ও কবির সম্মান রাখিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কএকখানি মাসিক পত্রিকায়, ইহাঁর জীবন চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে, আমি এই সাধুর জীবনের ঘটনা সকল সংগ্রহ করি, এবং ইহার এক বৎসর পরে, তাঁহার

জীবন চরিত ধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকার দশটী সংখ্যাতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। ১২৯২ এবং ১২৯৩ বঙ্গাব্দে, নব্য-ভারতে, আমার লিখিত "তুকারাম ও রামপ্রসাদ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। এই দুইখানি পত্রিকায় প্রকাশিত তুকারামের জীবনের বৃত্তান্ত সকল গ্রহণ করত, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন সহ, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিলাম। ১২৯২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে, আমি তুকারামের জন্ম ও আবাস স্থানে গমন করিয়াছিলাম। তথায়, কএক দিন অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাও এই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

পণ্ঢরপুর + একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থান। ইহাকে, দাক্ষিণাত্যের বৃন্দাবন বলা যাইতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় সাধুগণের জীবন চরিতের মধ্যে, এই স্থানটীর উল্লেখ আছে। এতন্নিমিত্ত, ইহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রন্থের শেষে সংযোজিত হইল।

গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে যে, তুকারামের প্রতি পাটেল ক্রোধান্বিত হইযাছিলেন। পাটেলের উপর কোন্ কোন্ কার্য্যের ভার, পাঠকের অবগতির জন্য, তাহাও পরিশিষ্টের মধ্যে সন্নিবেশিত হইল।

---

+ দাক্ষিণাত্যে, আপামর সাধারণে ইহাকে পাণ্ডারপুর বলিয়া থাকে। গ্রন্থ মধ্যে, "পাণ্ডারপুর" ব্যবহার করা হইয়াছে।

ধার্ম্মিক ও কবিতা-প্রিয় মহোদয়গণ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হালিসহর, কুমারহট্ট,
আষাঢ় ১৩০৩ বঙ্গাব্দ। } শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

# সাধু তুকারাম।

## প্রস্তাবনা।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আপামর সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদিগকে উন্নতির মঞ্চে উঠাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম-বীরগণ আবির্ভূত হয়েন। আবার ইহাও দেখা যায় যে, এই উন্নত-মনা ব্যক্তিগণ, আবশ্যক মত, ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা প্রদেশে দেখা দিয়া থাকেন। অন্য দেশ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষই আমাদের কথা গুলি সপ্রমাণ করিবে। বাঙ্গালায়, চৈতন্য ও রামপ্রসাদ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, তুলসীদাস ও কবীরদাস, রাজপুতানায়, রামচরণ ও রয়দাস, পঞ্জাবে, গুরু নানক ও গুরুগোবিন্দ, গুজরাটে, দাদু, দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানোবা ও তুকারাম এবং মান্দ্রাজে শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ আবির্ভূত হইয়া, সাধারণকে ধর্ম্ম-ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণ নিম্ন-শ্রেণীর কোন কোন ধর্ম্ম উপদেষ্টার নিকট হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন।

লেন। একদা স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, বিঠোবা ও রুক্মিণীর মূর্ত্তি তাঁহার বাস স্থানের নিকট প্রোথিত আছে। তিনি এই মূর্ত্তিদ্বয়কে উঠাইয়া ইন্দ্রায়ণী নদীর তীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করত তাহাতে স্থাপিত করিলেন। তদবধি পাণ্ডার পুর গমন রহিত করিয়া ইহাদের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। বিশ্বম্ভরের পরিবার মধ্যে বিঠোবা দেব পরম আরাধ্য হই-লেন, এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহারই সেবায় সকলে দিনপাত করিতে লাগিলেন। তুকারামের পিতার নাম বল্লজী। বল্লজীর তিনটী পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ সান্তজী, মধ্যম তুকারাম এবং কনিষ্ঠ কানাইয়া। বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইলে, বল্লজী সংসার হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সংসারের ভার দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সান্তজী দেবসেবায় দিন যাপন করিতেন, সুতরাং তিনি ঘরের ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন এই ভার তুকারামের উপর ন্যস্ত হইল। তুকারামের বয়ঃক্রম সে সময়ে ১৩শ বৎসর। কিছু কাল তুকারাম তাঁহার জাতীয় ব্যবসা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে সংসার জ্বালা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার দুইটী স্ত্রী ছিল। তাঁহাদের নাম রুক্মিণী ও জিজাবাই। ২০শ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার স্ত্রী রুক্মিণীকে হারাইলেন, সেই বৎসরে শান্ত নামক তাঁহার একটী পুত্রও কাল কবলে পতিত হইল। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে, তাঁহার জনক

জননীও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ জায়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া গৃহ ত্যাগ করত, তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন।

## ২। গৃহ-ত্যাগ।

এই সকল দুর্ঘটনা তুকারামকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইহার উপর আবার অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইল। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ্য দেখা দিল, এবং সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। শোকে আকুল ও নানা যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া, তুকারাম গৃহ ত্যাগ করত, বিটোবাদেবের সেবায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রচিত কএকটী অভঙ্গতে তুকারাম তাঁহার এই সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর, সংসার আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষ্য আমার সমুদয় বিত্ত নিঃশেষিত করিল, আমি ধন হীন ও মান হীন হইলাম, এবং আমার একটী স্ত্রী আহার অভাবে হাহাকার করিয়া মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইল। লজ্জা আমাকে অধোবদন করিল, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হইলাম এবং আমার ব্যবসাতে ক্ষতি হইতে লাগিল। অবশেষে, আমি পশু পালন করিয়া সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, আমার অভাব ঘুচিল না। তখন আমি

এরূপ অস্থির হইলাম যে আমার অন্তঃকরণে আর হিতা- হিত বিবেচনা রহিল না। স্ত্রী পুত্রের প্রতি মমতা ছিন্ন হইল। আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করি- লাম। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি বিঠোবা দেবের আশ্রয় লইলাম, এবং তাঁহার মন্দিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মন অস্থির থাকাতে আমি প্রথমে দেবতা আরাধনায় মনো নিবেশ করিতে পারি নাই। পরে সাধুদিগের প্রবচন সকল ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া, এবং তাঁহাদের পদাবলী গাইয়া ও হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তঃকরণে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি সাধুদিগের পদ ধৌত করিয়া দিতাম এবং সাধ্য মত অপরের উপকার করিতাম।

ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যে বিঠোবা দেবের মন্দিরে তুকারাম অবস্থিতি করিতেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই মন্দিরটী তাঁহার নিজ গ্রামেই স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার পরি- বার মধ্যে যাহা যাহা ঘটিত, তাহা তাঁহার কর্ণ গোচর হইত। তুকারামও মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে যাইতেন এবং পরি- বার প্রতিপালন জন্য শস্যাদি আহরণ করিতেন।

## ৩। গৃহে প্রত্যাগমন ও ক্ষেত্ররক্ষকের কার্য্য সম্পাদন।

তুকারামের অন্তঃকরণ দয়াতে পরিপূর্ণ ছিল। যখন

তিনি বাটীতে আসিতেন, লোকের নানা প্রকার সুবিধা হইত। অধমর্ণগণের নিকট হইতে তুকারাম সুদ লইতেন না। আবার, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুবিধা মত দেনা শোধ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুমতি দিতেন। তুকারামের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যায়? যাহারা বিষয়ের দাস তাহাদের কাছে এবম্প্রকার কার্য্য প্রীতিকর হইতে পারে না। তুকারামের কনিষ্ঠ কানাইয়া ঘোর বিষয়ী ছিলেন। এ সকল কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তাঁহার অগ্রজের সহিত পৃথক হইলেন এবং বিষয়াদি ভাগ করিয়া লইলেন। তুকারাম কতকগুলি দলিল পাইলেন। মনে করিলে, তিনি তাঁহার অধমর্ণদিগের নিকট হইতে অনেকগুলি টাকা আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু, টাকার জন্য লোকের সহিত বিবাদ করা তাঁহার বিবেচনায় ভাল বোধ হইল না। তিনি তৎ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রাদি জলে নিক্ষেপ করিলেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া জিজাবাই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং তুকারামকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন। তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে কোন কথা না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করত আলন্দি নামক স্থানে গমন করিলেন। এই স্থানটী দেহু হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে অবস্থিত, এবং ইহার নিম্ন দিয়া ইন্দ্রায়ণী নদী প্রবাহিতা। জ্ঞানদেব নামক এক জন সাধু, ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, এতৎস্থানে বিরাজ করিতেন, এবং এখানে তাঁহার একটী

সমাধি আছে। এইস্থানটী তুকারামের পক্ষে বড় মনোহর বোধ হইল। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে এখানে ভ্রমণ করেন এবং চারিদিকের দৃশ্য সকল দেখিয়া আনন্দিত হয়েন। * তথাকার কোন কৃষক একজন ক্ষেত্র রক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিল। তুকারামকে এই ভাবে দেখিয়া, কৃষক তাঁহার কাছে এই চাকরিটীর কথা উত্থাপন করিল। তুকারাম চাকরিটী স্বীকার করিলেন। অর্দ্ধমণ শস্য বেতন স্বরূপ স্থির হইল। তুকারাম ক্ষেত্র রক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করত মাঠের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিঠোবার নাম গানে তাঁহার কালক্ষেপ হইতে লাগিল। পাখী সব দলে দলে আসিয়া শস্য খাইয়া যায়। কিন্তু তুকারাম তাহাদের বারণ করেন না। একদা, ক্ষেত্রস্বামী এই ব্যাপারটী দেখিয়া তুকারামের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তুকারাম বলিলেন, একি আশ্চর্য্য কথা! পাখী সব কৃষ্ণের জীব, তাহারা কি আহার অভাবে মারা যাইবে? এই শস্যে তাহাদেরও অধিকার আছে। এই কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে কিছুকাল বচসা চলিল। অবশেষে, স্থানীয় পঞ্চায়তের উপর বিচারেরভার অর্পিত হইল। পঞ্চায়ৎ এই মীমাংসা করিলেন যে, ক্ষেত্রে

---

* আলন্দির নিকটে গোপালপুর নামে একটী স্থান আছে। ইহার উত্তরে ভোকর ঠিক বলিয়া একটী কৃষিপল্লি অবস্থিত।

যত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তুকারামকে তাহার মূল্য দিতে হইবে। এপর্য্যন্ত কোন বৎসরে চল্লিশ মণের অধিক শস্য এই ক্ষেত্রটীতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু এ বৎসর, ইহাতে সমধিক শস্য উৎপন্ন হইল। ইহা দেখিয়া, ক্ষেত্র স্বামীর মনে আর আনন্দ ধরিল না। কিন্তু সে এ বিষয় কাহারো কাছে প্রকাশ করিল না। ক্ষেত্র স্বামীর প্রতিবাসীগণ তুকারামকে একজন ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। তাহারা জানিতে পারিল যে উক্ত ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পঞ্চায়ৎ যে মীমাংসা করিয়াছেন সেই অনুসারে কার্য্য করিলে, তুকারামের প্রতি অন্যায় করা হয়। তাহারা পরামর্শ করিয়া, এ বিষয়টী পঞ্চায়তের গোচর করিল। পঞ্চায়ৎ পুনরায় বিচার করিয়া মীমাংসা করিলেন যে, ক্ষেত্রের সমুদায় শস্য সংগৃহীত হইলে, তাহা হইতে ক্ষেত্র স্বামীকে চল্লিশমণ দেওয়া হইবে, এবং অবশিষ্ট তুকারাম পাইবেন। জালন্দির কএকজন ভদ্রলোকের উপর শস্য বিভাগের ভার অর্পিত হইল। তাঁহারা ক্ষেত্রস্বামীকে চল্লিশমণ দিয়া, অবশিষ্ট শস্য তুকারামের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রচুর শস্য পাওয়াতে, তুকারাম তাঁহার কএকটী কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

## ৪। তুকারামের প্রতি তাঁহার স্ত্রীর ব্যবহার।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংসার হইতে পৃথক হইলে, পরিবার প্রতিপালনের সম্পূর্ণ ভার তুকারামের উপর ন্যস্ত হইল। বিঠোবার সমক্ষে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া যদিও তিনি পরমআনন্দ লাভ করিতেন, তথাপি পরিজনগণের প্রতিপালন যে একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম ছিল, এবং এই জন্যই তিনি মধ্যে মধ্যে বাটীতে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন অথবা শস্য সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু, অপরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে এরূপ আঘাত লাগিত যে, তাহার দুঃখ দূর না করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। কথিত আছে যে, কোন সময়ে, তুকারাম কএকগাছি আক লইয়া বাটী আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে, পথিমধ্যে কএকজন দয়ারপাত্র দেখিয়া তাহাদের বিতরণ করিতে লাগিলেন। একগাছি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তাহাই লইয়া তুকারাম বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তুকারাম যে, কএক গাছি আক পথি মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন, তাহ জিজাবাইয়ের কর্ণ গোচর হইয়াছিল। বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র, তুকারাম তাঁহার হস্তস্থিত আকগাছি জিজাবাইকে দিলেন। জিজাবাই ক্রোধে অধীরা হইয়া সে ইক্ষুদণ্ড তুকারামের পৃষ্ঠের উপরে রাখিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিলেন। তুকারাম হাসিয়া বলিলেন—সহধর্ম্মিণীর ইহাই

প্রকৃত ধর্ম্ম। তোমাকে আক গাছি খাইতে দিলাম। মি তাহা কি প্রকারে একা খাইতে পারো? সুতরাং, তোমার স্বামীকে দিবার জন্য ইহাকে ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলে। এই বৃত্তান্তটী লিখিতে লিখিতে, গ্রীক দেশীয় মহাত্মা সক্রেটিসের কথা আমাদের মনে পড়িল। তাঁহার স্ত্রী জানথিপ্পি অতিশয় ক্রোধ পরায়ণা ছিলেন। একদা কোন কারণে তিনি তাঁহার স্বামীকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং তাহার পরেই ময়লা জলপূর্ণ একটী পাত্র তাঁহার অঙ্গে জোরে নিক্ষেপ করিলেন। সক্রেটিস মস্তক নাড়িয়া বলিলেন —"অশনিপাতের পর বৃষ্টি পড়িয়া থাকে।" তুকারাম এবং সক্রেটিস উভয়েই ধর্ম্মবীর ছিলেন। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার মঙ্গলের জন্যই তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। সক্রেটিস জানথিপ্পির উগ্রস্বভাব জানিয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এক জন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীর দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে করিতে অপরের মন্দ ব্যবহারে তিনি বিচলিত হইবেন না, এই বিবেচনা করিয়াই তিনি জানথিপ্পির পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তুকারামের স্ত্রী তাঁহার প্রতি যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা তিনি কএকটি অভঙ্গ দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—"তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবী ত ত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার

নিজের সুখে বঞ্চিত হন নাই। সন্তান! তুমি এখন কি আহার করিবে? আমার স্বামী মন্দিরবাসী হইয়াছেন। তিনি স্বীয় কেশ বিন্যাস করেন, গলায় পুষ্পমালা ধারণ করেন এবং হস্তে মন্দিরা লইয়া মুখ ব্যাদান করত দেবতার সমক্ষে সঙ্গীত করেন। আমরা আর এখন কি করিব? তিনি গৃহে থাকেন না, বিজন বনে গমন করেন। ধনো-পার্জ্জনের জন্য তিনি আর কোন ব্যবসা অবলম্বন করেন না। করিবেনই বা কেন? তাঁহার নিজের ত কোন কষ্ট নাই। তিনি বিনা আয়াসে আহার পাইতেছেন। তাঁহার কতকগুলি শিষ্য আছে। তিনি তাহাদের লইয়া চিৎকার করেন। কাহারও সংসারের প্রতি অনুরাগ নাই। জীবন ও মৃত্যু তাহাদের পক্ষে সমান। এই শিষ্যদিগের গৃহিণীরা আমার ন্যায় আহার অভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে ও তাহাদের স্বামীকে অভিসম্পাৎ দিতেছে। আমার বোধ হয়, এই মূর্খ পূর্ব্ব জন্মে আমার শত্রু ছিল। এই জন্মে, আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে। সংসার নির্ব্বাহ জন্য আমি এখন কাহার কাছে যাইব, কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব? সন্তানগণকে কি দিব? তাহারা ক্ষুধার জালায় আমাকে ভক্ষণ করিবে। তাহারা যদি মৃত হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহে ত কিছুই নাই, তিনি ত কিছুই রাখেন নাই। একটী গাভী পর্য্যন্তও নাই যে তাহার গোময় লইয়া গৃহ পরিষ্কার করি। আমি

ার কত জালা সহ্য করিব? বিঠল! তোমাকে ধিক্। মি আমার ও আমার সংসারের কি ভাল করিয়াছ?"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে লিতে পারেন যে, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রদিগকে এপ্রকার অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া, গৃহ হইতে স্থানান্তরে যাওয়া তুকারামের ায় জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হয় নাই, এবং তুকারামের স্ত্রী ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেন, তাহা তাঁহার ন্যায় জ্ঞানহীনা মণীর পক্ষে অসঙ্গত নহে। জীবন ধারণ করিবার কোন পায় নাই, সম্মুখে সন্তানগণ আহারের জন্য রোদন করিতেছে, এ অবস্থায় কাহার মন না বিচলিত হইয়া উঠে? ন্তু, তাঁহার দুইটী অভঙ্গতে তুকারাম যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তাঁহার স্ত্রীর গ্র স্বভাবই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া দেবন্দিরে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। তুকারাম তাঁহার নিজ গৃহে র্ম্মালোচনা করিতেন। তাঁহার সাধু চরিত্র ও দেবতার প্রতি ক্তি, ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তিদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতে গিল। অনেকে ধর্ম্মধন উপার্জ্জন করিবার জন্য তাঁহার কট আগমন করিতে লাগিলেন। তুকারামের স্ত্রীর ইহা া লাগিল না; তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, াগত ব্যক্তিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে এ বিষয়টী এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

জিজা বলে এত লোক কিসের কারণ ?
তাদের কি নিজ কাজ, কিছু নাই আর ?
তুকা বলে, সার কথা করহ শ্রবণ,
ঈশ্বর সম্বন্ধে সবে আত্মীয় আমার।
কোন্ কালে হবে তব বোধের উদয় ?
ভাল কথা বলিলে কি ক্ষতি কিছু হয় ?
যাঁদের সম্মান সহ করি অভ্যর্থন
আনিতে না পারি কভু গৃহেতে আমার,
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য প্রেমের বন্ধন,
ইচ্ছামত আসিছেন তাঁরা কত বার।
মূঢ় নারী চিনিল না অমূল্য রতন,
তাঁদের পশ্চাতে যায় শুনীর মতন।

তুকারামের স্ত্রীর স্বভাব এমন কঠিন ছিল যে পরে দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইত না। তিনি এতদূ পর্য্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন যে, তুকারাম কোন দীন ব্যক্তি ভিক্ষা দিতে গেলে, তিনি তাঁহার হস্ত হইতে জোরের স তাহা কাড়িয়া লইতেন। এ সম্বন্ধেও তুকারাম একটী অ লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই।

বোরা পূর্ণ শস্য এলো গৃহেতে আমার।
জিজা বলে নাই তাহে কারো অধিকার।

এই যে নির্ব্বোধ চোর গৃহেতে আমাব,
চুবি কোরে পূর্ণ কবে পবেব ভাণ্ডাব।
তুকা বলে, দেখ ক্ষেপা নাবীব ব্যভাব।
হাত থেকে কেড়ে লয় তণ্ডুল ভিক্ষাবর্ণ
পাপে পূর্ণ এনাবীর বিগত জীবন।
নতুবা কবিবে কেন ব্যভার এমন।

জিজাবাই যদ্যপি তুকাবামেব প্রতি ভাল ব্যবহাব কবিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেন না। তুকাবামেব এ প্রকাব অভিপ্রায় ছিল না যে তাঁহাব স্ত্রী ও সন্তানগণ আহাবাভাবে ক্লেশ পায়। জিজাবাইযের স্বভাব জানিয়াও, তুকাবামেব মধ্যে মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করা, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উল্লিখিত অভঙ্গটিতে বিবৃত হইয়াছে যে, জিজাবাই তুকাবামেব হস্ত হইতে ভিক্ষার তণ্ডুল কাড়িযা লইতেন। গৃহিণীব পক্ষে ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুব ব্যবহার আব কি হইতে পারে? দীন ব্যক্তিগণকে ভিক্ষা দেওয়া ত নাবীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু, দুঃখেব কথা কি বলিব, স্বয়ং ইহা পালন করা দূরে থাকুক, তাহার স্বামীকে ইহা সমাধা কবিতে দিতেন না। ধর্ম্ম কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করা ত রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য। এই জন্যই ত স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। কিন্তু, তুকারামের ধর্ম্ম-কার্য্য সাধনে সাহায্য করা দূরে থাক্, তিনি তৎপক্ষে তাঁহাকে

বাধা দিতেন। কেবল বাধা দেওয়া কেন, তাঁহাকে নানা প্রকারে জ্বালাতন করিতেন। অধিক কি বলিব, তুকারামকে "কালা"* বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

জিজা বাইয়ের ব্যবহার আলোচনা করিতে করিতে আমাদের সুন্দরা বাইয়ের কথা মনে পড়িল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন রাও সাহেব যশবন্ত † রাও গৃহের দ্রব্যাদি সকল বিক্রয় করিয়া, তাহার মূল্য লইয়া শস্যাদি ক্রয় করত, ক্ষুধার্ত্তদিগের ক্ষুধা শান্তি করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রী এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। যখন দেখিলেন যে ইহাতেও কুলান হয় না, তিনি তখন নিজের আভরণ সকল তাঁহার স্বামীর হস্তে দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, এই সমুদায় বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা শস্য ক্রয় করিয়া দীনদিগকে বিতরণ কর। ইহাই ত প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য। ভাল, জিজাবাই এবম্প্রকার নিঃস্বার্থ ভাব দেখাইতে না পারুন, যদ্যপি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেন, তাহা হইলে তুকারাম জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে দেবমন্দিরে গমন করিতেন না, এবং তাঁহাকেও তজ্জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।

জিজা বাইকে বুঝাইবার জন্য তুকারাম ত্রুটি করেন

---

* তুকারামের বর্ণ কাল ছিল।

† ইনি দেব মামলেদার বলিয়া বিখ্যাত।

নাই। তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন। এই সকল উপদেশ, কএকটী অভঙ্গতে বিবৃত হইয়াছে। এই কএকটী অভঙ্গতে, তুকাবাম, পার্থিব সুখেব অসাবতা এবং ভগবৎপ্রেমেব উৎকর্ষ দেখাইয়া দিয়াছেন। ঐহিক ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভ করিতে নিষেধ কবিয়াছেন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কবত তাঁহার সেবায় দিনপাত কবিতে অনুবোধ কবিযাছেন।

তুকাবাম যখন গৃহত্যাগ করিয়া গমন করিতেন, তখন তিনি নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে দিন যাপন করিতেন। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিতেন, তাহাব পব বিঠোবা দেবের মন্দিরে গিয়া তাঁহাকে পূজা কবিতেন, এবং অবশেষে একটী নিকটস্থ বনে গমন কবত তপস্যায় ব্যাপৃত থাকিতেন। দেহু গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে, ভাণ্ডেবা নামে একটী পর্ব্বত আছে। তুকারাম মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া সমস্ত দিনই ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত কবিতেন, এবং সন্ধ্যা হইলে, দেহুগ্রামে প্রত্যাগমন কবত, বিঠোবা দেবেব আবাধনা কবিতেন। বাত্রিতে তাঁহাব সমক্ষে নৃত্য হইত।

## ৫। বাবা চৈতন্যের কাছে মন্ত্র গ্রহণ।

তুকারাম ভগবানেব সেবায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার ধর্ম্মমত স্থির হয় নাই।

তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন তিনি ভীমা নদীতে স্নান করিতে যান, গুরুশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে দেখা দেন, এবং তাঁহার মস্তকের উপর হস্ত প্রদান করত আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি তুকারামের কাছে এক পোয়া ঘৃত চান, কিন্তু, তুকারাম তাহা দিতে বিস্মৃত হন। পরে তিনি কোথায় গমন করিলেন তাহার নির্ণয় হইল না। গুরুদেব বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজ নাম বাবাজি, এবং তাঁহার দীক্ষা গুরুদিগের নাম রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য প্রভৃতি। গুরুদেব তাঁহাকে "রাম কৃষ্ণ হরি", এই মূল মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অভঙ্গটি এই:—

সদ্‌গুরু রায়ানে কৃপা মজ কেলি,
পরি নাহি ঘডলি সেবা কাঁহি। (১)
সাপডিলে বাটে যাতা গঙ্গাস্নানী,
মস্তকি তো জানী ঠেবিলা কর। (২)
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের,
পডিলা বিসর স্বপ্নী মাঝি। (৩)
কাঁহি কডে উপজলা অন্তরায,
মনুনিয়া কায ত্বরা ঝালি। (৪)
রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য,
সাঙ্গিতলে ক্ষুণ মালি কাচি। (৫)

বাবাজি আপলি সাঙ্গিতলে নাম,
মন্ত্র দিলা, রাম কৃষ্ণা হরি। (৬)
মাঘ শুদ্ধ দশমী পাহুনি গুরুবার,
কেলা অঙ্গিকার, তুকা মনে (৭)

---

ইহার তাৎপর্য্য ঃ—

সদ্‌গুরু রায় আমার প্রতি কৃপা করিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না। (১)

যখন আমি গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে দর্শন দিলেন; তোমরা অবগত হও, তিনি তাঁহার হস্ত আমার মস্তকে দিলেন। (২)

পরে এক পোয়া ঘৃত ভোজনের জন্য চাহিলেন, কিন্তু, স্বপ্নেতে আমি তাহা বিস্মৃত হইলাম। (৩)

আমি জানি না কি ঘটিয়াছিল, বোধ হয় কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তিনি গমন করিলেন। (৪)

রাঘব চৈতন্য, কেশব চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের কথা বলিলেন। (৫)

আপনার নাম, বাবাজি বলিয়া উল্লেখ করিলেন, ও রাম কৃষ্ণ হরি, এই মন্ত্র দিলেন। (৬)

তুকা বলে, মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দশমীতে, বৃহস্পতি-বার দেখিয়া, মন্ত্র দিলেন, ও আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। (৭)

এই অভঙ্গ হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে,

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কোন শিষ্য এতদঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি তুকারামকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিযাছিলেন। তুকারাম যে এক জন পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। ভগবানের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, এই তাঁহার ধর্ম্মমত ছিল। ইহাই বৈষ্ণবদিগের মত, এবং এই মতই চৈতন্য দেব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে মন্ত্র বাবা চৈতন্য তুকারামকে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে মন্ত্রটী দাক্ষিণাত্যে বিশেষ রূপে আদৃত। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে "রাম কৃষ্ণ, হরি" উচ্চারণ করিয়া থাকেন তুকারাম আরো ডুইটী অভঙ্গতে প্রকাশ করেন যে, বাব চৈতন্য তাঁহাকে উপদেশ দেন ও সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং সেই অবধি তিনি পাণ্ডুরঙ্গের * আশ্রয় লইযাছেন। তুকারাম তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতে শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়া, একটী অভঙ্গতে তাঁহার মনের ভাব এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আমার ভালোর জন্য, ওহে ভগবন্ !
ব্যবসায়ে নষ্ট হ'লো সমুদায় ধন।

---

* দাক্ষিণাত্যে, শ্রীকৃষ্ণের একটী প্রসিদ্ধ নাম। পাণ্ডারপুরের পাণ্ডুরঙ্গ বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আমার ভালোর জন্য দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
মনের সকল সুখ, করিল হরণ।
আমার ভালোর জন্য মুখরা রমণী,
আমাকে যাতনা দিত দিবস রজনী।
ধন গেল, মান গেল, হ'লো পশু ক্ষয়।
আমার ভালোর জন্য, ওহে দয়াময়!
এই সব দুঃখে হয়ে, অতি জ্বালাতন,
সংসার হইল ত্যাগ, বিষের মতন।
হইতে লাগিল যত যাতনা আমার,
ধাইল আমার মন নিকটে তোমার।
ভাল করিয়াছি, দেব। ত্যজিয়া সংসার।
ভাল করিয়াছি লয়ে আশ্রয় তোমার।
একাদশী ব্রত করে, কহে তুকারাম,
পেয়েছি অন্তরে আমি কতই আরাম।
তোমার সমক্ষে করি নিশি জাগরণ,
করেছি মনের সুখে তোমারে ভজন।

## ৬। অভঙ্গ রচনা ও ধর্ম্ম উপদেশ।

নামদেব নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় সাধু প্রধান অভঙ্গ রচয়িতা। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ইনি কবীরের সমসাময়িক ছিলেন। তুকারাম, নামদেবের রচিত অভঙ্গ

অভ্যাস করিয়া * ভজন করিতে লাগিলেন।" ভজন গাইতে গাইতে তুকারামের কণ্ঠে সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তখন হইতে তুকারাম স্বয়ং অভঙ্গ রচনা করিতে লাগিলেন। রচনা করিতে করিতে তাঁহার এ প্রকার ক্ষমতা জন্মিল যে, তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল পদাবলী বাহির হইতে লাগিল। কথিত আছে যে, যে সকল অভঙ্গ রাখিবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তুকারাম সেই সকল তাঁহার কএক জন শিষ্যের দ্বারা লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। পদাবলী রক্ষা করিবার জন্য এতদঞ্চলে একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। বঙ্গদেশে যেমন পুরাণ গান, এখানে তেমনি কথা প্রণালী। ধর্ম্ম উপদেশের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। মূল গায়ক দণ্ডায়মান হইয়া একটী পদ বা শ্লোক উচ্চারণ করেন। ইহাতে বক্তৃতার উদ্দেশ্যটী নিহিত থাকে। এই পদ বা শ্লোকটীর মর্ম্ম শ্রোতৃগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য নানা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এবং নানা প্রকার কাহিনীর অবতারণা করা হয়। মধ্যে মধ্যে, কথক, কোন পদ, তান লয় সহ উচ্চারণ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গীগণ তাহাতে যোগ দেন। সঙ্গীতের সহিত বাদ্যও আছে। এমন কি, পাখোয়াজ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। কথার মূল গায়ক "হরিদাস"নামে অভিহিত হয়েন। এতদঞ্চলে, দেবা-

* ভজনের নিয়ম এই যে, প্রধান গায়ক প্রথমে একটী পদ উচ্চারণ করেন, পরে তাঁহার সঙ্গীগণ তাহা পুনরুচ্চারণ করেন।

লয় সমূহে সর্ব্বদাই কথা হইয়া থাকে, এবং বর্ত্তমান সময়ে, ব্রাহ্মসমাজ সকলে, উৎসব উপলক্ষে, ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তুকারাম, তাঁহার শিষ্যগণ সহ কথা আরম্ভ করিলেন। কথার মধ্যে, তাঁহার অভঙ্গ সকল বিবৃত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিয়া অভঙ্গ গুলি অনেকের অভ্যস্ত হইল। তুকারাম বৃত্তিলোভী "হরিদাস" ছিলেন না। সাধারণকে ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। অভঙ্গগুলি প্রেম ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতে লাগিল।

তুকারামের অভঙ্গ রচনা সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিলাম :—

সাধু নামদেবের প্রতি পাণ্ডুরঙ্গের এই আদেশ ছিল যে তিনি এক শত কোটি অভঙ্গ রচনা করিবেন। ইহা তিনি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। পাঁচ কোটি এবং চৌত্রিশ হাজার অবশিষ্ট ছিল। একটী অভঙ্গতে বর্ণিত আছে যে, সাধু নামদেব পাণ্ডুরঙ্গ সহ, স্বপ্নযোগে তুকারামকে দেখা দেন, এবং তাঁহাকে আদেশ করেন যে, বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া তিনি অভঙ্গ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং নামদেব যাহা অসম্পন্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করেন।

তুকারামের একজন চরিত্রলেখক বলেন যে, এই অভঙ্গটী তুকারামের রচিত নহে। যাহা হউক, অভঙ্গ রচনায়,

তুকারামের যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন যাহা মনে উদয় হইত, তখন তাহা অভঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করিতেন। তুকারাম-রচিত অনেকগুলি অভঙ্গ বিলুপ্ত হইয়া গিযাছে। বর্ত্তমান সময়ে, পাঁচ হাজারের অধিক অভঙ্গ প্রকাশিত হয নাই।

তুকারামের অভঙ্গগুলি সাধারণের আদরের বস্তু হইল। তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে লোকে দলে দলে আসিতে লাগিল। তিনি শূদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু, সকল প্রকৃতি লোক তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিতে লাগিল। তখনকার লোকের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল, এবং বলিতে কি, চিঞ্চবাদের পুরোহিত-পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিগণ, যাঁহারা গণপতির অবতার বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন, তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে লাগিলেন।

## ৭। তুকারামের প্রতি ব্রাহ্মণদের পীড়ন।

সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণগণের এ সকল সহ্য হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, শূদ্র তুকারাম তাঁহাদের পদাভিষিক্ত হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং আপামর সাধারণকে উপদেশ দিতেছেন। ঘোর কলি উপস্থিত, ধর্ম্ম আর থাকে না,

একজন শূদ্র ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছে, ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিতেছে, এ চণ্ডালকে বিহিত দণ্ড দেওয়া উচিত, ইত্যাকার বাক্য সকল ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। দেহু গ্রামে মম্বাজী নামে এক জন গোঁসাই বাস করিতেন। তুকারামের যশে তাঁহার নাম আচ্ছাদিত হইল দেখিয়া তিনি ঈর্ষানলে জ্বলিতে লাগিলেন। কিন্তু, মনের ভাব গোপন রাখিবার জন্য, তিনি প্রত্যহ তুকারামের ভজনে যোগ দান করিতেন। প্রতি একাদশীর * দিনে, বিঠোবার মন্দিরে অত্যন্ত জনতা হইত। নানা স্থান হইতে অনেকে দেব দর্শনে আগমন করিতেন। তুকারামের ভজন ও কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিতেন। দেব মন্দিরের পশ্চাতে উল্লিখিত গোঁসাই ঠাকুরের একটী উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটীর চতুর্দ্দিকে কাঁটার বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। কাঁটাগাছ বৃদ্ধি হইয়া দেব মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার পথ রুদ্ধ করাতে, যাত্রীদিগের বড় কষ্ট হইত। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য, তুকারাম স্বহস্তে কাঁটাগাছের বর্দ্ধিত

---

* একাদশীতে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই উপবাস করিয়া থাকেন। তবে, এতদ্দেশে, কি সধবা কি বিধবা কাহারো পক্ষে নির্জ্জল উপবাস বিধি নহে। তাঁহারা ফলার করেন। একাদশীর দিনে, সকলেই দেবদর্শনে গমন করেন। দেব মন্দিরে ভজন ও কথা হইয়া থাকে। সকলে আনন্দের সহিত তাহা শ্রবণ করেন।

ভাগ কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া মম্বাজী, ক্রোধে অধীর হইয়া, হস্তে কাঁটা ডাল গ্রহণ করত, তুকারামকে প্রহার করিলেন। তুকারামের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল। কিন্তু, তিনি বাঙ্‌নিস্পত্তিও করিলেন না। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত সমুদায় যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। গোঁসাই ঠাকুর প্রতিদিন ভজনে যোগ দিতেন বলিয়া তুকারাম তাঁহাকে এক জন ভক্ত বলিয়া জানিতেন। সুতরাং, তাঁহার ধারণা ছিল যে; পথ পরিষ্কার করাতে মম্বাজী আহ্লাদিত হইবেন। যাহা হউক, তুকারামের মম্বাজীর প্রতি বিরক্তির চিহ্ন কখন প্রকাশ পায় নাই। তিনি মনেব আনন্দে দেব পূজা ও ভজন করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এত দৈহিক যন্ত্রণাব মধ্যে, তিনি যে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কএকটী অভঙ্গে ইহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্‌যথা।

হউক আমার প্রতি যাতনা ভীষণ,
হউক আমার নাথ। সংশয় জীবন,
অস্ত্রধারী নর আসি সমক্ষে আমার,
খান খান করুক এ দেহ অনিবার;
ভীত হইব না, নাথ! কিছুতেই আমি,
ছাড়িব না তব পদ, হে ভুবন স্বামী!

তুকা বলে, প্রস্তুত হয়েছে মন এবে,
বিচলিত হইবে না তাহা কদাচন।

---

ভাল করিয়াছ তুমি বিঠোবা ঠাকুর,
আমার উপরে তব করুণা প্রচুর।
অন্তরে ক্ষমার ভাব রয়েছে আমার,
তাই বুঝি করিয়াছ হেন সুবিচার।
তাই বুঝি করিয়াছ অনুমতি দান,
করিতে বাহ্যিক দেহে যাতনা প্রদান।
তুকা বলে, অপমান করিয়া বর্ষণ।
ক্রোধ হোতে মোরে নাথ করেছ রক্ষণ।

---

যথেষ্ট হয়েছে মোর, বিঠোবা আমার,
ফলেছে সৌভাগ্য, কিছু নাহি বলিবার।
অকপট মনে, ওহে বিঠোবা আমার,
করিলাম মনঃসাধে কাঁটা পরিষ্কার।
তুকা বলে, দুই কার্য্য হইল সাধন—
পথ হ'ল পরিষ্কার, পরিষ্কার মন।

---

এই কএকটী অভঙ্গ, ক্রমে গোঁসাই ঠাকুরের শ্রবণ গোচর হইল। তিনি তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য গুণ ও ধর্ম্ম বল হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন।

তুকারামের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। অবশেষে, তিনি তুকারামের একজন প্রধান প্রতিপোষক হইলেন।

গোঁসাই ঠাকুরের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াও তুকারাম স্থির থাকিতে পারেন নাই। তুকারামের উপর আরো ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিল। পুনা নগর হইতে কিছু দূর উত্তর পূর্ব্বে, ভাগোলি নামে এক গ্রাম আছে। তথায় রামেশ্বর ভট্ট নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি তুকারামের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিলেন, দারুণ ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কি প্রকারে তুকারামের অনিষ্ট করিবেন, তাহার চিন্তা কবিতে লাগিলেন। জিলার শাসনকর্ত্তার সমক্ষে তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। অবশেষে, তাঁহার দ্বারা দেহু গ্রামের পাটেলের উপর একটী অনুজ্ঞা বাহির করাইলেন যে, তুকারামকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। তুকারাম দেহু গ্রাম হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন কি না তাহার কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। তুকারামের একটী অভঙ্গ দেখিয়া বোধ হয়, যে তিনি তথা হইতে তাড়িত হন নাই, কিন্তু তাঁহার ক্লেশের এক শেষ হইয়াছিল। তুকারাম তাঁহার সে সময়ের অবস্থা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন:- আমি এখন কি আহার করিব, কোথায় যাইব, এগ্রামের মধ্যে

কে আমাকে রক্ষা করিবে? পাটেল এবং গ্রামস্থ সকলেই আমার উপর ক্রোধান্বিত হইয়াছে। আমাকে এখন ভিক্ষাই বা কে দিবে?

## ৮। তুকারামের পদ-স্খলন।

তুকারাম, এ অবস্থায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্য কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, এক দিন ভাগোলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং রামেশ্বর ভট্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তখনও ভজন ও কথা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। রামেশ্বর ভট্ট তাঁহাকে কহিলেন যে, কথার মধ্যে তিনি বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন; শূদ্রের পক্ষে ইহা পাপ জনক। অতএব, এখন হইতে তিনি আর এ প্রকার বেদ ব্যাখ্যা না করেন। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে অভঙ্গ রচনা করিতে নিষেধ করিলেন, এবং যে সকল অভঙ্গ তাঁহার নিকট ছিল তাহা জলে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তুকারাম বলিলেন যে, পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে তিনি এ সকল অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, যখন তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মণের আজ্ঞাও পালনীয়, তিনি তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিবেন। তুকারামের জীবনের এই কার্য্যটী তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মবীরের উপযোগী হয় নাই। রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, এবং পাণ্ডুরঙ্গের আদেশ উপেক্ষা করিয়া এই

সামান্য ব্যক্তির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করাতে, তাঁহার ভীরুতা প্রকাশ পাইয়াছে।' কিন্তু, দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে কত মহাত্মা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। খ্রীষ্ট, ক্রুসের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, জীবের প্রতি ঈশ্বরের যে অপার দয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া, উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করত বলিয়াছিলেন, আমার পিতা! হে আমার পিতা! কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? ধার্ম্মিক প্রবর জোব, যিনি ধৈর্য্যের অবতার বলিয়া বিখ্যাত, তিনিও দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হইয়া, পরমেশ্বরের করুণা ও ন্যায় বিচারের উপর সন্দিহান হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন।

তুকারাম দেহু গ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া বিঠোবা দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছিল সমুদায় বিঠোবার সমক্ষে বর্ণনা করিলেন। পরে, স্বহস্তে তাঁহার অভঙ্গের পুথিগুলি ইন্দ্রিয়াণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। তুকারামের জীবনালেখক মহীপতি বলেন যে, নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, তুকারাম পুথিগুলির দুই দিক পাতলা পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত করত, তাহার উপর বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর, পাঁচ দিবস, তুকারাম স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাহার পর, দেহু গ্রামের লোক তাঁহাকে বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিল। তাহারা বলিতে লাগিল, দেখ এলোকটা কেমন নির্ব্বোধ। কিছু দিন পূর্ব্বে, আপনার দলিল পত্রাদি নদীতে

নিক্ষেপ করিয়া, ঐহিক সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছিল, এখন আবার তাহার অভঙ্গগুলি নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পারত্রিকের সম্বল ত্যাগ করিল। আর কেহ হইলে, এ অবস্থায় জীবন ত্যাগ করিত। এই বাক্যগুলি, তুকারামের অন্তঃকরণ বিদ্ধ করিল। তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া, বিঠোবার মন্দিরের সমক্ষে এক খানি প্রস্তরের উপর ধন্না দিয়া রহিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতক্ষণ বিঠোবা দেব তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ না করিবেন ততক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবেন। তিনি এই ভাবে ১৩ দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিঠোবা দেবের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি, তাঁহার প্রতি কোন বিশেষ করুণার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে এই অপমান ও মনোদুঃখ হইতে রক্ষা করেন। কথিত আছে যে, ত্রয়োদশ দিবসে, অভঙ্গের পুথিগুলি জলে ভাসিতে লাগিল, এবং কোন ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া, জল হইতে উত্তোলন করত, তুকারামকে আনিয়া দিল। তুকারাম তাঁহার একটী অভঙ্গতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিঠোবাদেব বালকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং মধুর বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তুকারাম কএকটী অভঙ্গতে তাঁহার এসময়ের অবস্থা ও মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

বড় দোষ করিয়াছি জগৎ জীবন,
তোমাকে পরীক্ষা মধ্যে করিয়া ক্ষেপণ।
তোমাকে দিয়াছি কষ্ট লোকের কথায়,
ধন্না দিয়ে করিয়াছি অস্থির তোমায়।
জোর করে তব দয়া করিব গ্রহণ,
করেছি তোমারে তাই ভয় প্রদর্শন।
অন্ন জল ত্যাগ করি, করি দেহ ক্ষয়,
তোমারে দেখাই, নাথ! আত্ম হত্যা ভয়!
কিন্তু, দেব! তোমার কি করুণা অপার,
জল হোতে পুথিগুলি করিলে উদ্ধার।
ইহাতে লোকের মুখ নীরব হইল,
তোমার মহিমা, দেব! জগতে ঘোষিল।

স্নেহময়ী মাতা হও তুমি গো সবার,
আশ্রয় হীনের, বল আশ্রয় কে আর?
যখন হতাশ হলো, অন্তর আমার,
শিশু রূপে আবির্ভাব হইল তোমার।
কি মোহন রূপ তব বলে সাধ্য কার,
হেরিয়া হইল মনে আনন্দ অপার,
করিলে আমারে তুমি আলিঙ্গন দান,
তাহাতে হইল মম স্নিগ্ধ মন প্রাণ।

দেখাইলে দয়া তব, লোকের দ্বারায়।
দিলে তব পদে স্থান, সাধুর কৃপায়।
দুঃখ জ্বালা কারে বলে, জননী আমার,
জানি নাই কভু আমি কৃপায় তোমার।

তুকা বলে, অপরাধী আমি গো জননী,
ক্ষমা কর এ অধমে পতিত পাবনী।
যা হবার হইয়াছে জননী আমার,
তোমারে এরূপ কষ্ট দিব নাকো আর।

বিচ্ছিন্ন করুক লোকে মস্তক আমার,
দিউক মনের সাধে যাতনা অপার,
কখনই হেন কাজ করিব না আর,
যাহাতে হইবে মাগো যাতনা তোমার।

আমা হ'তে হইয়াছে ভুল একবার,
চণ্ডাল আমার মত কেবা আছে আর।
আমার অভঙ্গ সব রক্ষা করিবারে,
দাঁড় করায়েছি আমি জলেতে তোমারে।

আমি যে সামান্য নর পারিনি বুঝিতে,
মূর্খ আমি শিখিনাই প্রার্থনা করিতে,

বিগতের তরে চিন্তা কেন অকারণ,
তুকা বলে, সাবধান হও মূঢ় মন।

পাণ্ডুরঙ্গ! তোমার যে করুণা অপার,
বুঝিয়া উঠিব তাহা সাধ্য কি আমার।
ধৈর্য্য যদি ধ'রে থাকে মূঢ় নরগণ
তাদের অভীষ্ট তুমি করহ পূরণ।

অধীর হ'লাম আমি প্রথম হইতে,
আমা সম মূঢ় কেবা এই ধরণীতে।
তবু তুমি ভগবান, করি কৃপা দান,
করিলে এ অভাজনে আশু পরিত্রাণ।

কিবা প্রয়োজন ছিল, বল গো, আমার,
তোমার কৃপার জন্য করিতে চীৎকার।
তুকা বলে, আমি হই পতিত অপার।
ধন্না দিয়ে রহিলাম সমক্ষে তোমার।

পতিতে না ছিল শিরে ধারাল কৃপাণ,
অস্ত্রের আঘাতে যেতেছিল না কো প্রাণ,
তবে কেন, ওহে হরি! অস্থির হইয়া,
মরিলাম উচ্চরবে চীৎকার করিয়া।

করিতে আমারে দয়া; কৃপার নিধান,
প্রকাশ করিলে তুমি আশ্চর্য্য বিধান।
আপনা আপনি তুমি বিভক্ত হইলে,
দুই দিকে সমভাবে বিরাজ করিলে।

যেমন হে দয়াময় জলেতে রহিলে,
তেমনি অন্তবে মম বিরাজ করিলে।
দুই দিক হেন ভাবে করিলে রক্ষণ,
যাহাতে না হয় কোন অনিষ্ট সাধন।

পিতা মাতা কথঞ্চিৎ দোষেব কাবণ,
বোষ ভরে সন্তানেবে কবে প্রহবণ,
কিন্তু হবি, সহেছ যা অভাগাব তবে,
তুমিই জানিছ তাহা কি জানে অপবে।

তুকা বলে, দয়াময়! তোমাব মতন,
খুঁজিয়া না পাই দাতা, ঘুরে ত্রিভুবন।
কিরূপে তোমার কীর্ত্তি কবিব ঘোষণ,
শব্দ সিন্ধু মথি, নাথ! পাই না বচন।

## ৯। রামেশ্বর ভট্টের পরিবর্ত্তন।

তুকারামের জীবনী লেখক মহীপতি এই স্থলে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করেন। দেহুগ্রামে যেমন ভগবানের কৃপায় তুকাবামের পুথিগুলি রক্ষা পাইল ও তুকারাম তাঁহার অন্তঃকরণে শান্তি লাভ করিলেন, তুকারামের ধর্ম্ম পথের কণ্টক স্বরূপ রামেশ্বর ভট্ট, ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে, তুকারামের এক জন পরম ভক্ত হইয়া উঠিলেন। এই আশ্চর্য্য পবিবর্ত্তনের কারণটী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুনা নগবে অঙ্গদ নামক কোন ফকিরের একটী কূপ ছিল। রামেশ্বর ভট্ট এই কূপেতে স্নান করিলেন। স্নান করিবা মাত্র তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ না হইয়া, কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে, দগ্ধ হইতে লাগিল। রামেশ্বর ভট্ট জ্বালায় অস্থির হইলেন। এমন কি চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া, তিনি,আলন্দি নামক স্থানে গমন করত, জ্ঞানেশ্বর * দেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এই অবস্থায় রাত্রিযোগে তিনি একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নেতে তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইল যে, তিনি যেন তুকারামের শরণা-

* পুনা নগর হইতে আলন্দি ৫॥ ক্রোশ উত্তরে। জ্ঞানেশ্বর নামক একজন পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ এখানে বাস করিতেন। মৃত্যুর পর ইনি দেবরূপে পরিগণিত হয়েন, এবং আলন্দিতে, তাঁহার একটী মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত হয়।

পন্ন হয়েন। প্রত্যাদেশ পাইবার পর, তিনি শুনিলেন যে, তুকারামের অভঙ্গগুলি জল হইতে উদ্ধার হইয়াছে। রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের প্রতি যে দারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। রামেশ্বর ভট্ট অভঙ্গ রচনা করিতে পারিতেন। ক্ষমা প্রার্থনা সূচক একটী অভঙ্গ রচনা করিয়া তুকারামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তুকারাম তাহার প্রত্যুত্তরে এইরূপ লিখিলেন :—

অন্তর যাহার হয় পবিত্রতাময়,
শত্রু তার মিত্র হয় নাহিক সংশয়।
ভয় পায় ব্যাঘ্র তাবে করিতে ভক্ষণ,
ভয় পায় সর্প তাবে করিতে দংশন।
বিষ হয় তার পক্ষে সুধার সমান,
বিপদ তাহার হয় সম্পদ জ্ঞান।
সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে সে জন,
ন্যায় সিদ্ধ ব'লে তাহা হয় বিঘোষণ।
সমুদয় দুঃখ হয় সুখে পরিণত,
জ্বলন্ত অনল হয় আশু নির্ব্বাপিত।
জীবগণ প্রেম ভাবে দেখে পরস্পরে,
যে হেতু প্রেমের ভাব সবার অন্তরে।
তুকা বলে, কৃপা করি করুণা নিধান,
করেছেন তোমা প্রতি দয়ার বিধান।

ঘটেছে তোমার প্রতি যেরূপ ঘটন।
জ্ঞান শিক্ষা কর তাহা করি আলোচন।

এই বিবৃত ঘটনাটী কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ফল কথা এই যে, এই সময় হইতে রামেশ্বর ভট্ট, তুকারামের একজন প্রধান শিষ্য রূপে পরিগণিত হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই তুকারামের নিকট থাকিতেন, এবং তুকাবাম যে সকল অভঙ্গ রচনা করিতেন তাহা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেন। এক সময়ে, রামেশ্বব ভট্ট যে তুকাবামকে যৎপরোনাস্তি নির্যাতন করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই তুকারামেব সেবা করিতে লাগিলেন। যিনি এক সময়ে চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত হইতেন, তিনি এখন বামেশ্বরেব শিবোভূষণ হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বর ভট্ট তুকাবামেব গুণ ও সাধুতা কতদূব হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবিয়াছিলেন, এবং তুকারামেব প্রতি তাঁহাব কি রূপ ভক্তি ছিল, তাহা বামেশ্বব বচিত কএকটী অভঙ্গ পাঠ করিলে জানা যায়। তাঁহার বচিত দুইটী অভঙ্গের মর্ম্ম এ স্থলে গ্রহণ কবা গেল।

বেদ আব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত যাঁবা,
তুকাসহ তুলনায় অতি নিম্নে তাঁবা।
পড়েন তাঁহারা বটে শাস্ত্র সর্ব্বক্ষণ,
পারেন না তার মর্ম্ম কবিতে গ্রহণ।
কলির ব্রাহ্মণগণ অহংকারী অতি,
তাই তাঁহাদের দেখি এত অবনতি।

জাতি আর বাহিরের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
করিয়াছে তাঁহাদের অনিষ্ট বিধান।
সামান্য বণিক মন তুকারাম দাস,
বিঠোবার চরণেতে তাঁহার বিশ্বাস।
বিশুদ্ধ বচন তাঁর সুধা বর্ষিয়াছে,
অশুদ্ধ করিতে তাহা কার সাধ্য আছে?
তাঁহার বেদের ব্যাখ্যা উপাদেয় অতি,
কি বুঝিবে তার মর্ম্ম যেই মূঢ়মতি।
উত্তম মধ্যম আর অধম কে হয়,
করেছেন রীতি মত তাহার নির্ণয়।
বিশ্বাস ও জ্ঞান আর বৈরাগ্য সাধনে,
তুকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পড়েনি নয়নে।
জপ, তপ, যজ্ঞ, আদি বুঝিয়া অসার,
হরির পবিত্র নাম কোরেছেন সার।
কত সাধু করিয়াছে জনম গ্রহণ,
সশরীরে স্বর্গধামে গেছে কোন্ জন?
রামেশ্বর বলে, তুকা বিদায় লইয়া,
স্বর্গীয় বিমানে চড়ি গিয়াছে চলিয়া।

বৈষ্ণবে করেন যিনি, জাতি আরোপিত,
নিশ্চয় তাঁহার হয় দণ্ড সমুচিত।

বেদ আর পুরাণেতে আছে সুবিদিত,
বিশ্বাসী, ঘৃণার পাত্র নহে কদাচিত।
ঈশ্বরের প্রিয় ব'লে, বিদিত যে হয়,
ছোট বড় ব'লে তাঁর নহে পরিচয়।
চারি বর্ণে এক হ'য়ে ভক্তিভাব সহ,
করিবে তাঁহারে নমস্কার অহরহ।
সালগ্রাম, যে প্রকাব পূজ্য সবাকার,
তাহারে প্রস্তব বলে, হেন সাধ্য কার?
সেই রূপ, তুকারাম পরব্রহ্ম হন,
জীব আখ্যা তাঁরে দেয়া শোভে কি কখন?
হরিনাম জাগি সদা যাঁদের অন্তরে,
অহরহ বিমল আনন্দ দান করে,
রামেশ্বর ভট্ট বলে, শুনহ পুমান্,
তাঁহারা হইয়া যান, ঈশ্বর সমান।

## ১০। তুকাবামের জয়।

ইহার পর, তুকাবাম আর একটী পবীক্ষার মধ্যে পতিত হইলেন। আমাদেব সমাজে সন্ন্যাসীদিগের বড় সম্ভ্রম। লোকের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা ভগবানের স্থান অধিকার করিয়াছেন। যে স্থানে তাঁহারা পদার্পণ করেন সে স্থান

পবিত্র হয়। সকলে তাঁহাদিগকে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করে, এবং তাঁহারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলে গৃহস্বামীর অন্তঃকরণে আর আনন্দ ধরে না। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসী, যাঁহারা ঈশ্বরে সমুদায় সমর্পণ করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছেন, কে না তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকে? কিন্তু, প্রকৃত বিরক্ত সন্ন্যাসী কোথায় পাওয়া যায়? অনেকে প্রকাশ্যে লোক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ অভিমানে পরিপূর্ণ। তাঁহারা পরমেশ্বরকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করেন না, যেহেতু তাঁহারা নিজে ভগবান। "আমি ব্রহ্ম" ইহাই তাঁহাদের বীজ মন্ত্র। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষেরা পরমেশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার স্থানে যশঃলিপ্সাকে প্রতিষ্ঠিত করত ষোড়শ উপচারে তাহার পূজা করিয়া থাকেন। এবম্প্রকার প্রকৃতির দু জন সন্ন্যাসী তুকারামের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ঈর্ষানলে জ্বলিতে লাগিলেন। একজন মূর্খ শূদ্রকে লোকে অযথা সম্মান প্রদান করিতেছে ইহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। তুকারামকে অপদস্থ করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, তাঁহারা মহারাজা শিবজীর একজন কর্ম্মচারী দাদাজি কাণ্ডাদেবের নিকট, তুকারামের বিরুদ্ধে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রের মধ্যে লিখিত ছিল যে, তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে, এবং লোকে

ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে পূজা করিতেছে, ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। হিন্দু চূড়ামণি মহারাজা শিবজীর রাজ্যে একপ্রকার অত্যাচার প্রশ্রয় পাওয়া অতীব আশ্চর্য্য-জনক। এই অত্যাচারী শূদ্রকে সমুচিত দণ্ড না দিলে, রাজ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই পত্রখানি পাইয়া দাদাজি স্থির থাকিতে পারিলেন না। মহারাজাকে ইহার মর্ম্ম অবগত করাইলেন। শিবজী মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে, তুকারামের সহিত সন্ন্যাসীদ্বয়ের শাস্ত্র বিচারের আজ্ঞা প্রদান করা হউক। এই বিচারে তুকারাম পরাজিত হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইবে। সন্ন্যাসীদ্বয়কে রাজ আজ্ঞা জানান হইল। তাঁহারা ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তুকারামকে পুনা নগরে আনিবার জন্য রাজ আজ্ঞা প্রচার হইল। তুকারাম তাঁহার কএকজন শিষ্যকে লইয়া সঙ্গমের * নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটী অতি মনোহর দেখিয়া, তুকারাম তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা দাদাজির শ্রবণগোচর হইল। তিনি স্বয়ং সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া তুকারামকে সম্মানসহ নগর মধ্যে লইয়া আসিলেন। পরে, কোন বিশেষ স্থানে একটী বিরাট সভা আহুত হইল। নানা স্থানের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন

* মুলা এবং মুঠা নামক দুইটী নদী এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে।

করিলেন। বিচারের মীমাংসা করিবার ভার কএকজন পণ্ডিতের উপর অর্পিত হইল। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, দাদাজি, তুকারামকে কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। তুকাবাম এরূপ ভক্তির সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, শ্রোতাগণ একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। তুকাবামের বিরোধী ব্যক্তিগণের কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উল্লিখিত দুই জন সন্ন্যাসী, কীর্ত্তন শুনিয়া, এ প্রকার অভিভূত হইলেন যে, তাঁহারা তুকারামের সমক্ষে নত-শীর না হইয়া থাকিতে পাবিলেন না। দাদাজি এই ব্যাপাবটী নয়নগোচর কবিয়া, সন্ন্যাসীদ্বয়কে ভৎসনা করিলেন, এবং সভা সমক্ষে তাঁহাদের পরাজয় ঘোষণা করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীদ্বয় লজ্জিত হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

---

## ১১। তুকাবাম কর্ত্তৃক শিবজীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, তুকারাম এখন মনেব আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, সুবর্ণ উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করে, তুকারাম সেইরূপ এই ঘোর পবীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া,

অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগবানে দৃঢ় ভক্তি ও সাধুতা আপামর সাধারণকে, চারি দিক হইতে, তাঁহার প্রতি আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের স্থাপয়িতা সুবিখ্যাত শিবজীর ভগবানে অচলা ভক্তি ছিল। তিনি সাধু রামদাসের অনুগত শিষ্য ছিলেন। তুকারামের কাছে উল্লিখিত সন্ন্যাসীদ্বয়ের পরাজয় স্বীকার এবং তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের বৃত্তান্ত শিবজীর কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। বিনম্র ভাবে, তুকারামকে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র লিখিলেন, এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য, অশ্ব, ভৃত্য ও রাজ ছত্র পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু, তুকারাম রাজ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। রাজার আহ্বান উপেক্ষা করিবার কারণ, কএকটী অভঙ্গতে বিবৃত করিলেন। অভঙ্গ কএকটীর মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

অশ্ব, রাজ ছত্র প্রভৃতি আমার পক্ষে শুভকর নহে। হে পাণ্ডুরিনাথ! কেন তুমি আমাকে এই সকলে আবদ্ধ কর। মান, সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য আমার নিকট শূকরের বিষ্ঠার সমান। হে ভগবান! শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর।

আমি যাহা প্রার্থনা করি না তাহাই তুমি আমাকে প্রদান কর। কেন তুমি আমাকে দারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছ! আমার বাসনা এই যে নিঃসঙ্গ হইয়া পৃথিবী হইতে দূরে থাকি, নির্জনতার সুখ সম্ভোগ করি, মৌনী হইয়া থাকি এবং মনুষ্য সমাজ, ঐশ্বর্য্য এবং নরদেহকে

বমনোদগীর্ণ খাদ্যের স্থায় জ্ঞান করি। কিন্তু, হে পাণ্ডারি-নাথ! আমার ইচ্ছায় কি হইতে পারে? সকলই তোমার অধীন।

ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃজন করিবাছেন, এবং ইহাকে তাঁহার কৌশল ও ক্রীড়ার রঙ্গ ভূমি করিয়াছেন। হে রাজন্! তোমার পত্র মধ্যে তোমাব অমায়িকতা দেখিতে পাই-তেছি। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তুমি চতুর, জ্ঞান ও ভক্তিতে সুদৃঢ় এবং তোমার অন্তঃকরণ তোমার গুরুদেবের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। শিবজী নামটী তোমার প্রতি যথার্থ রূপে প্রয়োগ হইয়াছে, যে হেতু তুমি সকলের রাজা এবং তাহাদেব ইষ্টানিষ্টের বিধাতা।

কর্ম্ম, কৃচ্ছ্র সাধন, তপস্যা এবং সমাধিতে ক্রমে ক্রমে অধিরোহণ করিয়া, তুমি আপনাকে আপনি স্বাধীন করি-য়াছ। তোমার পত্র খানিতে তুমি প্রকাশ করিয়াছ যে, আমাকে দেখিবার জন্ত তুমি সমুৎসুক হইয়াছ। কিন্তু, হে রাজন! ইহার প্রত্যুত্তরে আমি যাহা লিখিতেছি তাহা শ্রবণ কর—আমি বনবাসী, বাসনা বর্জ্জিত হইয়া চারি দিক ভ্রমণ কবি, আমার দৃশ্য বিকট ও অতৃপ্তিজনক। বস্ত্র অভাবে আমার শরীর অপরিষ্কার হইয়াছে। ফল মূল আহার করিয়া তাহা বল হীন হইয়াছে এবং আমার ক্ষীণ হস্ত পদ ভয়ানকদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। অতএব, আমাকে দেখিয়া তোমার কি আনন্দ উদ্ভব হইতে পারে? আমার

পারিবারিক প্রার্থনা এই—“আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিবেনা।”

আমি যে এত বিনম্র ভাবে বলিতেছি, ইহা তোমার প্রতি সেই মহান্ পুরুষের অনুগ্রহ বিবেচনা করিবে। তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। বিবেচনা কর যে, আমার ন্যায় ব্যক্তিগণ যাঁহারা পাণ্ডুবঙ্গে আত্ম সমার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে দীন ও দয়ার পাত্র নহেন পাণ্ডুবঙ্গ আমাদের প্রতিপালক, পাণ্ডুবঙ্গ আমাদের রক্ষক। তাঁহার সমক্ষে কে দণ্ডায়মান হইতে পারে? তোমার নিকট আমার কি কিছু প্রার্থনীয় আছে যে তোমাকে দেখিতে যাইব? আমি ঐহিক বাসনা হইতে একেবারে বর্জ্জিত বাসনাদেশ ত্যাগ করাতে, বাসনা হীন তালুক আমাকে ব্রহ্মত্ব স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন সাধ্বী রমণীর একান্ত ইচ্ছা তাহার স্বামীকে দর্শন করে, বিঠল দেবকে দর্শন করিবার জন্য আমার ও সেই প্রকার ইচ্ছা। সমুদায় বিশ্বে আমি বিঠলদেব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাঁহাতে তোমাকেও দেখিতেছি। আমি তোমাকে বিঠলের স্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু, এই পত্র খানি ব্যবধান হইয়া তৎপক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মাইয়া দিল। তুমি সদ্গুরু রামদাসের প্রিয় শিষ্য। তাঁহাতে মন প্রাণ সংযোজিত কর। কদাচ তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইও না। যদ্যপি তোমার মন ভ্রাম্যমান হইয়া অন্যান্য লোকের নিকট ধাবমান হয়,

তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে রামদাসের ভক্ত হইতে পারিবে? হে জ্ঞানসাগর! ভক্তগণের পক্ষে ভক্তিই মুক্তির পথ।

হে রাজন্! তোমার নিকট গমন করিয়া আমার কি লাভ হইবে? ইহা দ্বারা আমার কেবল বৃথা পথ ক্লেশ হইবে। যদ্যপি আমার খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, ভিক্ষা বৃত্তি আমার সমক্ষে প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। আমার যদি বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, পথে পতিত ছিন্ন বস্ত্র আমার অভাব পূর্ণ করিবে। নিদ্রার জন্য, প্রস্তর আমার উৎকৃষ্ট শয্যা, আর আকাশ আমার গাত্র আবরণের বস্ত্র স্বরূপ। আমার যখন এ প্রকার ভাব, তখন আমি অপরের নিকট কি কোন প্রত্যাশা করি? বাসনা জীবনকে নষ্ট করে মাত্র। যাহারা সম্ভ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাই রাজ প্রাসাদে যাইতে যত্নবান হয়। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি, সেখানে কি শান্তি তিষ্ঠিতে পাবে? রাজ প্রাসাদে ধনী লোকই আদৃত হয়। তথায় দীন ব্যক্তিদিগকে কে লক্ষ্য করে? আমার সম্বন্ধে, আমি এই বলিতে পারি যে, যখন আমি উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণে আচ্ছাদিত কোন ধনী ব্যক্তিকে দর্শন করি, তখন আমি মৃতপ্রায় হই। হে রাজন্! আমার এ কথা গুলি শ্রবণ করিয়া যদ্যপি তুমি আমার প্রতি বীতরাগ হও, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? যেহেতু, ভগবান আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্য

কথা বলিতেছি যে ভিক্ষা বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুতেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। যে সকল উত্তম ও মহৎ ব্যক্তি, পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করে, তাহাদেব মধ্যে তত দিন নীচতা প্রকাশ পায় যত দিন তাহারা বাসনাব বশীভূত থাকে। তাই বলি, হে ধনা· ধিপগণ! তোমবা কেবল পার্থিব মর্য্যাদার প্রয়াসী, কিন্তু, যাঁহাবা ঈশ্বরেব সেবক, তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবান কে?

হে রাজন্! এখন এই ব্রতটী অবলম্বন কব। যাহা উত্তম তাহা কখন অবজ্ঞা কবিও না। কখন এমন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিও না, যাহা তোমাকে পাপেব দিকে লইযা যায়। তোমাব কর্ম্মচাবীদেব মধ্যে যাহাবা চাটুকার ও কুকর্ম্মে রত তাহাদেব পবামর্শ কদাচ গ্রহণ করিও না। কাহাবা তোমার রাজ্যেব প্রকৃত হিতৈষী তাহা স্বযং বিচাব কবিয়া স্থির কব। তোমাকে বলা বাহুল্য যে, তুমি সর্ব্বদা সহায়-হীন ব্যক্তিগণকে সাহায্য কবিবে। তুমি এই মত কার্য্য কবিতেছ শুনিলে আমি আহ্লাদিত হইব। তোমাকে দেখিবার প্রয়োজন নাই। জীবন প্রবাহ দ্রুত বেগে যাই-তেছে। অতএব, এই সাব কথা অবগত হও যে, ঈশ্বব সকল পদার্থে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সর্ব্ব ভূতাত্মাকে কখন বিস্মৃত হইও না। হে রাজন্! তোমার জীবন ধন্য, যে হেতু তোমার যশঃ চারিদিকে পরি-

ব্যাপ্ত হইয়াছে। হে মন্ত্রিগণ* ! তোমাদের প্রতি আমার এখন এই অনুরোধ যে, তোমরা রাজাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর। প্রতিনিধি! তুমি মর্য্যাদা সংরক্ষণে চতুর, এবং সকল পুণ্য কর্ম্মের কোষাগার স্বরূপ। মজুমদার! তুমি লিপিচতুর, আমার এই পত্র খানির মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর। জ্ঞানের ভাণ্ডার, পণ্ডিত, আর্য্য এবং আর আর মন্ত্রিগণকে আমি নতশির হইয়া নমস্কার করিতেছি। আমার পত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর, তাহা মনোমধ্যে আলোচনা কর এবং রাজার সমক্ষে তাহা ব্যাখ্যা কর। আমি এই পত্রের মধ্যে রাজার প্রতি ভালবাসা জানাইয়াছি, তাঁহাকে সৎ-পরামর্শ দিয়াছি, এবং আমার অভিপ্রায় পরিষ্কার করিয়া লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমি এই পত্রে যাহা লিখিয়াছি, তাহাই যেন রাজার গোচর করান হয়। ইহার কোন অংশ যেন গোপন করা না হয়। তোমরা যদি ভয়ক্রমে ইহার প্রকৃত মর্ম্ম রাজার সমক্ষে প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে বড় অনিষ্ট হইবে। তাই নতশির হইয়া বলিতেছি,আমার পত্র খানির প্রকৃত মর্ম্ম রাজার গোচর করাও।

তুকারামের অভঙ্গ কএকটীর মর্ম্ম অবগত হইয়া, শিবজী চমৎকৃত হইলেন। তিনি আপনার পরাক্রম প্রভাবে মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর হইয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার রাজ্য বিস্তার

* শিবজীর আট জন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারা "অষ্ট প্রধান" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

হইয়াছে—পত পত শব্দে পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইয়া তাঁহার বিজয়বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে, কত কত তিলকধারী রাজা তাঁহার সমক্ষে নতশির হইয়া আছে। এমন সময়ে, নির্ভীক চিত্তে কে তাঁহাকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সাহস পায়? কিন্তু, ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সাধু ব্যক্তি কি কোন পার্থিব সম্রাটকে লক্ষ্য করেন? রাজার রাজা বিঠোবা দেবের আশ্রয়ে যিনি অবস্থিতি করেন, তাঁহার আর কাহাকে ভয়? এই জন্যই সাধু তুকারাম এ প্রকার স্বাধীন ভাবে শিবজীকে সম্বোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ও রাজ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। শিবজীর মন অতি উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তুকারামের উপদেশগুলি তাঁহার এত ভাল বলিয়া বোধ হইল যে, সেই সাধু উপ-দেষ্টাকে দর্শন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তুকারাম, এ সময়ে লোহাগাভা নামক স্থানে অবস্থিতি করি-তেছিলেন। শিবজী, মণি, মুক্তা ও নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য লইয়া তুকারামের নিকট গমন করিলেন। সাধুরচরণে নতশির হইয়া প্রণাম করত এই সমস্ত দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। তুকারাম ঘৃণার সহিত এ সকল দ্রব্য অগ্রাহ্য করিলেন, কিন্তু রাজাকে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেন। তুকারামের চরিত্রলেখক মহীপতি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, তুকারামের জীবনের ভাব ও কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া শিবজী এতদুর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট

হইলেন যে, তিনি রাজকার্য্য ত্যাগ করত বিজন বনে গমন পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, শিবজীর জননী জিজা বাইয়ের অনুরোধে, তুকারাম, রাজাকে অনেক বুঝাইয়া, তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু, তুকারামের কোন অভঙ্গতে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই। ইহা যথার্থ বটে যে, আত্মীয় বিয়োগ জনিত শোক ও সাংসারিক ক্লেশ, প্রথম অবস্থায়, তুকারামকে গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কিন্তু, এখন যে তিনি প্রকৃত বৈরাগী হইয়াছেন তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। ভোগ ইচ্ছা থাকিলে, তুকারাম রাজপ্রসাদ লাভ করত পরম সুখে দিনযাপন করিতে পারিতেন। এমন কি, রাজ সভাসদগণের অগ্রণী হইয়া সম্ভ্রমের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু, ঈশ্বরের প্রসাদ ভোগ করিয়া যিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট কি রাজ-প্রসাদের কোন আকর্ষণ থাকিতে পারে?

## ১২। কাম-রিপুকে পরাজয়।

ধন সম্ভ্রমকে উপেক্ষা করিয়া যেমন তুকারাম তাঁহার বৈরাগ্যের উচ্চতম ভাব দেখাইলেন, তেমনি আর একটী দারুণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার চরিত্রেরও উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিলেন। একটী রূপলাবণ্যবতী যুবতী তুকারামের কীর্ত্তনে সর্ব্বদা যোগ দান করিত। সে তুকা-

রামকে কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, এবং তাহার কামলালসা পূর্ণ করিবার জন্য সময় অপেক্ষা করিতে লাগিল। একদা, তুকারামকে কোন নিভৃত স্থানে পাইয়া, তাঁহার সমক্ষে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিল। তুকারাম কি প্রকারে এই রমণীটীর প্রলোভন উপেক্ষা করিলেন, তাহা তাঁহার রচিত দুইটী অভঙ্গতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিতেছি :—

এই যে আমার বপু শুষ্ক তরু প্রায়,
তপঃক্লেশে, শিলাসম হয়েছে কঠিন,
বিনতি তোমায় করি, হরি দয়াময় !
করো না ইহার সহ নারীর মিলন।
এ মিলন হ'লে, দেব। ভুলিব তোমায়,
ভজন সাধনে তব, না যাইবে মন,
প্রমত্ত বারণ সম হইবে মানস,
অসাধ্য সাধন হবে, তাহার দমন।

---

হেরিলে নারীর মুখ ইন্দ্রিয়ের যোগে,
মৃত্যুর করাল দৃশ্য, হয় দরশন,
যে হেতু নারীর রূপ অতি ভয়ঙ্কর,
ইহাই ত সমুদায় দুঃখের আকর।
তুকা বলে, বহ্নি যদি সাধু মূর্ত্তি ধরে,
তবু ইহা যারে তারে ভস্মসাৎ করে।

পরনারী জ্ঞান করি রুক্মিণীর প্রায়,
অন্যথা হবে না ইহা করিয়াছি পণ।
তাই বলি জননীগো কেন ক্লেশ পাও,
বিষ্ণুর সেবকগণ ব্যভিচারী নয়।
সহিতে না পারি হেন হীনতা তোমার,
এরূপ কুৎসিত কথা এনোনাগো মুখে;
তুকা বলে, চাও যদি বিবাহ করিতে,
লোকের অভাব কোথা এই ধরণীতে?

---

ধর্ম্মবীরগণের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিতে না পারিলে কেহ সিদ্ধকাম হইতে পারেন না। এই প্রবল রিপু কত ঋষি মুনির তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে, কত সাধু ব্যক্তিকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। অন্যান্য রিপুকে বশীভূত করিয়াও অনেককে এই কাম রিপুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এবং যাঁহারা এই ভীষণ রিপুটাকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম জগতে বীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই রিপুকে ভস্ম করিয়া, মহাদেব, মহাযোগীর পদবীতে আরোহণ করত, "কামারি" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ, রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু, যত দিন কাম রিপুকে নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই, তত দিন নির্ব্বাণ পদ আশা করিতে সক্ষম

হয়েন নাই। চৈতন্যের পবিত্র জীবনের কথা লইয়া সকলেই আন্দোলন করিত। নবাবের পর্য্যন্ত ইহা কর্ণে উঠিল। কিন্তু, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, এমন মনুষ্য ধরাধামে থাকিতে পারে যে, তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থায়, হাবভাবসম্পন্না লাবণ্যবতী রমণীর মোহে অভিভূত না হয়। তিনি চৈতন্যের চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য,যাদী নাম্নী একটী রূপবতী যুবতীকে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। যাদী, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, চৈতন্যের সমক্ষে কুলটাসুলভ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। চৈতন্য দেব তখন হরিপ্রেমে বিগলিত। কখন হরিনাম করিতেছেন, কখন ভাগবত পাঠ করিতেছেন, কখন বা হরি কোথায় বলিয়া মূর্চ্ছা যাইতেছেন। যাদী তাঁহার নিকটেই রহিয়াছে। চৈতন্য তাহাকে দেখিতেছেন। সে যেন তাঁহার নিকট ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এক দিন যায়, দু দিন যায়, ক্রমে সপ্তাহ অতিবাহিত হইল। চৈতন্যের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। যাদী এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া, চৈতন্যকে পরিবর্ত্তন করা দূরে থাক, নিজে হরিপ্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তখন সে তাহার বিগত কলুষিত জীবনের জন্য অনুতাপ করত, চৈতন্যের পদতল আশ্রয় করিল, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইল। নবাব এই বৃত্তান্তটী শুনিয়া অবাক হইলেন, চৈতন্যের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি জন্মিল এবং তিনি সকলের সমক্ষে বলিয়া উঠিলেন—"চৈতন্য

পৃথিবীর মানুষ নহেন"। কাম রিপুর সহিত সংগ্রামই প্রকৃত সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যে জয়ী হইতে পারে সেই যথার্থ বিজয়ী, সেই স্বর্গধামের প্রকৃত অধিকারী। এ সংগ্রামে জয়ী না হইতে পারিলে কেহ ধর্ম্মবীর আখ্যা পাইতে পারেন না।

তুকারাম যখন, সিংহোপম বিক্রম সহ উল্লিখিত রমণীর প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিলেন, তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি ধর্ম্মবীর বলিয়া সকলের নিকট হইতে পূজা পাইতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিত তাহারাই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কতক গুলি ব্যক্তি তাঁহার প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। তুকারাম ১৪ জনকে তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহার মধ্যে,এই কএক জনের নাম প্রকাশ আছেঃ— (১) রামেশ্বর ভট্ট (২) কানাইয়া,তুকারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (৩) গঙ্গাজী। (৪) বত্তোয়া (৫) শাওজী (৬) নাভাজী এবং (৭) শিবজী। শেষোক্ত শিষ্যটীর সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

## ১৩। তুকারামের প্রতি একটী রমণীর অত্যাচার।

শিবজী জাতিতে কাঁশারী ছিল। লোহাগাভা গ্রামে

তাহার নিবাস ছিল। এই গ্রামটীতে তুকারাম সর্ব্বদা গমন করত ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। এখানকার অনেকেই তুকারামকে ভক্তি করিতেন ও তাঁহার কীর্ত্তনাদিতে যোগ দিতেন। শিবজী, গ্রামের মধ্যে এক জন মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত ছিল। সে তুকারামের বিদ্বেষী ছিল, ও তাঁহার কার্য্যে যাহাতে ব্যাঘাত হয় তৎপক্ষে যত্নবান থাকিত। কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায়, তাহার মন ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। তুকারামের কীর্ত্তন শুনিয়া তাহার মন বিগলিত হইতে লাগিল, এবং তুকারামের উচ্চভাব যত সে অনুভব করিতে সক্ষম হইল, তত সে তুকারামকে ভক্তি করিতে লাগিল। অবশেষে, সে নিজের ব্যবসাতে শিথিলপ্রযত্ন হইল। তুকারাম যখন লোহাগাভাতে আসিতেন, সে তাহার বৈষয়িক কার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিত। এইরূপ করাতে, শিবজীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হইতে লাগিল। শিবজীর স্ত্রী অতিশয় লোভপরবশ ও প্রগল্‌ভা ছিল। সে তুকারামকে বিদ্বেষ ভাবে দেখিতে লাগিল। সে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তুকারাম তাহার স্বামীকে ভুলাইয়া তাহাকে বিপথে লইয়া গিয়াছে, এবং এজন্য তুকারামকে সাজা দিবার জন্য মনে মনে অভিসন্ধি করিতে লাগিল। অবশেষে, একটী উপায় স্থির করিল। তুকারামকে এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনিল। তাঁহার স্নানের জন্য জল গরম করিল। এবং সাধুর প্রতি ভক্তি দেখাইবার ছলে, নিজে

জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। একটী পাত্রে অত্যন্ত উত্তপ্ত জল রাখিয়া দিয়াছিল। সেই জল তুকারামের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। তুকারামের দেহ দগ্ধ হইতে লাগিল—তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। শিবজীর স্ত্রীকে কোন কথাই বলিলেন না। এ সম্বন্ধে, তুকারামের একটী অভঙ্গ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

পুড়িছে আমার দেহ, লেগেছে আগুন,
হে কেশব। ত্বরা করি এসো গো এখানে,
তুমিই আমার মাত্র জনক জননী,
তুমি বিনা কে রাখিবে আমার জীবন ?

---

সর্ব্ব অঙ্গ রোমাবলী যাইছে জ্বলিয়া,
কিছুতে না পারি আমি করিতে বারণ,
ঐ দেখ হইতেছে বিদীর্ণ-হৃদয়,
কেমনে দেখিছ ইহা সুস্থির হইয়া ?

---

শান্তি বারি লয়ে শীঘ্র কর আগমন,
নাহিক আমার কেহ সান্ত্বনা করিতে,
তুকা বলে, তুমি হও জননী আমার,
তুমি বিনা দুঃখ হ'তে কে বাঁচাবে আর ?

---

এই দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, তুকারামের সাধু ভাব দেখিয়া শিবজীর স্ত্রী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি তুকারামকে দেবতা বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহার অন্তরের বিদ্বেষ ভাব তুকারামের প্রতি ভক্তিতে পরিণত হইল। তিনি সাধুর চরণে পড়িয়া তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সময় হইতে, শিবজী, তাঁহার ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিয়া তুকারামের সহবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

## ১৪। তুকারাম কর্ত্তৃক কএকটী অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদন।

তুকারামের শিষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে কত শত অমানুষিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রলেখক মহীপতিও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুইটী ঘটনা বিবৃত করিতেছি :—

একদা, তুকারাম লোহা-গাভা গ্রামে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে, একটী স্ত্রীলোক তাহার সন্তানের মৃত শরীর তুকারামের সমক্ষে নিক্ষেপ করিয়া বলিল— যদি তুকারাম বিষ্ণুর যথার্থ ভক্ত হন, তিনি অবশ্য ইহাকে জীবন দান করিতে পারিবেন। তুকারাম এই কথা শুনিয়া নিম্নলিখিত অভঙ্গটী রচনা করিলেন :—

নারায়ণ! তোমার ত ক্ষমতা অসীম,
পারো ত হে নির্জীবেরে করিতে সজীব,
কত স্থানে কত মত হয়েছে বর্ণন,
অলৌকিক ক্রিয়া কত করেছো সাধন,
তবে কেন ওহে দেব আমরা এখন,
স্বচক্ষেতে করিব না অপূর্ব্ব দর্শন?
বলশালী পুরুষের আমরা অধীন,
ইহাপেক্ষা ভাল ভাগ্য কি হইতে পারে?
ইহা কি হে আমাদের সামান্য গৌরব?
তোমার গোলাম বলে দিই পরিচয়,
তুকা বলে, নয়নের কর সার্থকতা,
প্রকাশ করিয়া তব অদ্ভুত ক্ষমতা।

প্রবাদ এই যে, এই অভঙ্গটী উচ্চারিত হইবা মাত্র বালকটী সজীব হইয়া উঠিল।

আর একটী ঘটনা এই। দেহুগ্রাম হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে চিঞ্চবাদ * নামে একটী গ্রাম আছে। এখানে গণপতি ঠাকুরের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। চিন্তামন দেব নামক একজন ব্রাহ্মণ গণ-দেবের উপাসনা করিতেন। তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ইচ্ছা হইল,

*ইহা জি আই পি রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। পুনা হইতে পাঁচক্রোশ দূরে অবস্থিত

তাঁহাকে দর্শন করেন। একদা তিনি অনুরোধ করেন যে, তুকারাম অনুগ্রহ করিয়া চিঞ্চবাদ গ্রামে আগমন করেন। তুকারাম, ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় গমন করিলেন। চিন্তামন দেব, তুকারামকে পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। দুই জনে নানা প্রকার সৎপ্রসঙ্গ কবিতে লাগিলেন। অবশেষে, ভোজনের আয়োজন হইল। তুকারাম শুদ্র। সুতবাং, ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে * তাঁহার জন্য আহারীয় দ্রব্য রক্ষিত হইল। ইহাতে তুকারামের মনে কোন বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু, তিনি ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে অনুবোধ কবিলেন যে, স্বতন্ত্র পাত্রে খাদ্য দ্রব্য বাখিয়া তাঁহার দেবতাকে ভক্ষণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুব তাঁহার অসমর্থতা স্বীকার করিলেন। পরে, তুকাবাম বলিলেন, একটী স্বতন্ত্র পাত্রে যেন কিছু খাদ্য দ্রব্য রাখা হয়। চিন্তামন দেব তাহাই করিলেন। কথিত আছে যে, তুকাবাম প্রার্থনা কবাতে, বিঠোবা দেব ও গণপতি আসিয়া খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তুকারাম ও ব্রাহ্মণ ঠাকুব দেবতা দ্বয়কে দেখিয়াছিলেন। অপরে কেবল এই মাত্র দেখিলেন যে, পূর্ণ পাত্রটী শূন্য হইয়াছে।

---

* দাক্ষিণাত্যে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর শূদ্রগণ এক ঘরে বসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। পঙ্‌ক্তিমাত্র ভিন্ন থাকে।

এ সম্বন্ধে, নিম্নলিখিত অভঙ্গটী রচিত হইয়াছিল —

ও হে চিন্তামন দেব! করি নিবেদন,
গণপতি দেব আনি করাও ভোজন।
দেব বলে, এ মহত্ত্ব কোথায় আমার?
অহঙ্কার করিয়াছে আমারে অসার।
দ্রব্যাদি হইলঠাণ্ডা, বোসে বিপ্রগণ,
আর বিলম্বের, বল কিবা প্রয়োজন।
তুকা বলে, ও হে দেব! পুণ্যেতে তোমার,
গণেশেরে এনে দিব সমক্ষে সবার।

উল্লিখিত অভঙ্গটী পাঠ করিলে, ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তুকারামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আর, ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কখন না কখন তুকারাম ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। নতুবা, চিন্তামন দেবকে এপ্রকার অনুরোধ তিনি কখনই করিতেন না, অথবা, একপ সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তিনি গণপতি দেবকে সমীপস্থিত করিবেন। মৃত বালকটী জীবন লাভ করিয়াছিল কি না, অথবা গণপতি উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা, তুকারামের কোন অভঙ্গতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু আধ্যাত্মিক বলে, সাধুগণ যে অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের সময়ে, সাধু হরিদাস কর্তৃক

যে কএকটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে ?

## ১৫। তুকারামের অন্তর্ধান।

তুকারামের জীবন কোথায় এবং কি প্রকারে শেষ হয় তাহার কোন যথার্থ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। প্রবাদ এই যে, বিষ্ণুর বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তুকারামের কোন কোন অভঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহীপতিকৃত তুকারামের জীবন বৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে যে, দেহুগ্রাম হইতে অদর্শন হইবার পূর্ব্বে, তুকারাম মধ্যে মধ্যে এই প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। এই সময়ে, তাঁহার মনের অবস্থা ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতেন, জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিতেন, এবং সমুদায় পদার্থকে মায়াময় বিবেচনা করিতেন। এই সময়ের একটী কিম্বদন্তী আছে। তুকারাম একদা, আলন্দীতে জ্ঞানেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। এই দেবতার মন্দিরের নিকট, একটী বৃক্ষতলে, কতকগুলি পক্ষী দানা ভক্ষণ করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। এই দৃশ্যটী তাঁহার মনকে ব্যথিত করিল। তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, এখনও তিনি সে উচ্চপদে উঠিতে পারেন নাই, যেখানে

জীবে আর শিবে প্রভেদ থাকে না। এবং যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি কাহারও নিকট ভয়ের কারণ হইতে পারেন না। এই বলিয়া তিনি, উল্লিখিত বৃক্ষতলে, শ্বাসবন্ধ করত নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন পক্ষী সকল নির্জীব শরীর বিবেচনা করত তাঁহার উপর বসিতে লাগিল। এ সময়, তুকারাম কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহা এই ঘটনাটীর দ্বারা অনুভব করা যায়। তুকারামের রচিত কএকটী অভঙ্গের দ্বারাও তাঁহার এই উন্নত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে, একটী অভঙ্গতে এ প্রকার উল্লেখও আছে যে, তিনি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া, বিষ্ণুর বিমানে আরোহণ করত, স্বর্গে গমন করিয়া, পরব্রহ্মে লীন হইলেন। তুকারামের সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার প্রবাদটী যে এই অভঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে গেলে, এ অভঙ্গটীর তাৎপর্য্য এই যে, তুকারাম, বিঠোবাদেবের ভজন কীর্ত্তনাদির দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন করিয়া, বিবেচনা করিলেন যে, তাঁহার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করত, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়। মনোমধ্যে ইহা স্থির করিয়া, তিনি দেহু গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তুকারামের কোন জীবনচরিত লেখক বলিয়াছেন যে, তুকারাম সম্বন্ধীয় যে সকল লিখিত বৃত্তান্ত

তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিবৃত আছে যে, ১৫৭১ শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়ার প্রাতঃকালে, তুকারাম অন্তর্ধান হইলেন। ইহার পর, কেহ আর তাঁহাকে দেখে নাই। কথিত আছে যে, দেহ গ্রাম ত্যাগ করিবার পর, চতুর্থ দিবসে, তুকারাম তাঁহার কোন শিষ্য দ্বারা, তাঁহার মন্দিরা, গাত্র আবরণ এবং তাঁহার বৃত্তান্ত সম্বলিত কএকটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর একটী বৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে যে, দেহ গ্রাম ত্যাগ করিবার কএক দিন পূর্ব্বে তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রা করিতে প্রস্তুত কি না। জিজাবাই ইহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই। সুতরাং, তুকারাম এককই গমন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, তিনি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, এবং হয় ত কোন নিভৃত ও পবিত্র স্থান দেখিয়া তথায় তপস্যায় নিরত ছিলেন। সে যাহা হউক, উল্লিখিত দিবসেই যে তুকারাম দেহ গ্রাম ত্যাগ করিযাছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ করা যায় না, যেহেতু, তুকারামের বর্ত্তমান বংশধর আমাদের কাছে এই দিনেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তুকারাম কি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন? ইহাই বা কে নিশ্চিত রূপে বলিতে পারে? হয় ত তিনি

এখনও ঋষি রূপে কোন গিরি গুহায় সমাধিতে অবস্থিতি করিতেছেন। এবং যদ্যপি তিনি অন্য লোকে গিয়া থাকেন, কে না স্বীকার করিবেন যে, তিনি আধ্যাত্মিক ভাবে এই মর্ত্ত্যলোকে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার রচিত অভঙ্গ-গুলির মধ্যে তিনি জাগরূক রহিয়াছেন। কি দেব মন্দিরে, কি গিরিকন্দরে, কি রাজপ্রাসাদে, কি পর্ণকুটীরে, কোথায় না তাঁহাকে লইয়া লোকে আলোচনা করিতেছে? দাক্ষিণাত্যের মধ্যে, এমন স্থানই নাই যেখানে তুকারামের অভঙ্গ গীত না হইতেছে। সাকারবাদী কিম্বা নিরাকার বাদী, মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান, তাঁহার অভঙ্গ গাইয়া সকলেই ধন্য হইতেছে।

## ১৬। অন্তর্ধানের পরবর্ত্তী ঘটনা।

তুকারামের অন্তর্ধানের পর, তাঁহার পুত্র নারায়ণ, শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং দেহু গ্রামে বিঠোবার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাকে বলেন। মহারাজা, এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি তাঁহাকে তিনটী গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম তিনটীর উপস্বত্ব হইতে দেবসেবা, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণ সেবা এবং তুকারামের বংশধরদের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বিঠোবার মন্দিরের আনুসঙ্গিক আরো অনেকগুলি গৃহ ক্রমে ক্রমে নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের

কল্যাণ শেট এই সকল গৃহের ব্যয় ভার বহন করিয়াছেন। তুকারামের মতাবলম্বীরা, তাহাদিগকে চৈতন্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারা গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে। তুকারামের সপ্তম বংশধর নারায়ণ রাও বৈষ্ণবদের নিকট গুরুপদবাচ্য হইয়াছেন। যে অভঙ্গের পুথি তুকারাম জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই পুথিখানি তিনি আপনার কাছে যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবদের তিনটী প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র আছে, যথা—পাণ্ডারপুর, আলন্দি এবং দেহু। এই তিনটী ক্ষেত্রের মধ্যে পাণ্ডারপুর প্রধান। প্রকৃত,ইহাই এতদঞ্চলের শ্রীবৃন্দাবন। পাণ্ডারপুরে, প্রতি একাদশীতে মেলা হইয়া থাকে। তথায়, লোকে দলে দলে তদুপলক্ষে গমন করে। কিন্তু, ইহার মধ্যে দুইটী মেলা প্রসিদ্ধ। এই দুইটী মেলা কার্ত্তিক ও আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে বসিয়া থাকে। এই দুই মেলা উপলক্ষে, তথায় সমধিক লোক একত্রিত হয়। তথায় যাইবার পূর্ব্বে, বৈষ্ণবগণ আলন্দি ও দেহু হইয়া গমন করে।

## ১৭ তুকারামের ধর্ম্ম মত ও আচরণ।

তুকারামের ধর্ম্ম বিষয়ক মত কি ছিল, তাহা তাঁহার অভঙ্গগুলি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। যে মত প্রবর্ত্তিত করিয়া চৈতন্য দেব আপামর সাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলেন, কি ব্রাহ্মণ কি শুদ্র, কি মুসলমান

কি চণ্ডাল, যে মত অবলম্বন করিয়া সকলেই ধন্য হইয়াছেন, তুকারামেরও সেই মত ছিল। "ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর", চৈতন্য দেবের এই সার উপদেশ ছিল। তুকারামও তাঁহার রচিত অভঙ্গ মধ্যে এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার একটী অভঙ্গের মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

ঈশ্বর পাইতে যদি চাও ওরে মন,
সহজ উপায় বলি করহ শ্রবণঃ—
প্রথমে পবিত্র করি আপনার মন,
ভক্তি সহ নাম গান গাও অনুক্ষণ।
আপনি বিনম্র ভাব করিয়া ধারণ,
সাধুর পায়ের ধূলি করহ গ্রহণ।
বিতর্ক করোনা ল'যে অপরের কথা,
থেকোনা তথায়, হয় পরনিন্দা যথা।
তুকা বলে, সার কথা অন্তরেতে ধর,
সাধ্য মত অপরের উপকার কর।

এমন ভক্ত অনেক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদা হরি নাম জপ করেন, এবং হরি নামে উন্মত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে দশা প্রাপ্ত হন। অথচ, চরিত্রের বিশুদ্ধতার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। কিন্তু, তুকারাম এ প্রকার ভক্ত ছিলেন না। তিনি একটী রমণীর প্রলোভন কি প্রকারে অতিক্রম করিযাছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত অভঙ্গটীতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন

যে চরিত্র সংশোধন করা এবং রাম নাম গ্রহণ করা অতি সহজ।

পবস্ত্রীকে মান যদি মায়েব মতন,
ইহাতে কি হোতে পাবে ক্ষতি কদাচন ?
ক্ষান্ত যদি হও পর দোষ বিঘোষণে,
লোভ যদি নাহি কর অপবের ধনে,
বল দেখি সত্য কথা, ওহে সদাশয় !
ইহাতে কি কিছুমাত্র ক্লেশ তব হয় ?
বসিবাব কালে যদি বাম নাম লহ,
ইহা কি তোমাব পক্ষে হয় ভারবহ ?
তুকা বলে, পাইবাবে দেব নাবায়ণে,
প্রয়োজন নাহি অন্য উপায় সাধনে।

লোকের ইহ সংসাবে কি প্রকারে জীবন যাপন করা উচিত, তুকারাম নিম্ন-লিখিত অভঙ্গটীতে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

বিশুদ্ধ উপায়ে ধন হইয়া সঞ্চয়,
সুবিচার সহ যদি তাহা হয় ব্যয়,
যেজন করিয়া থাকে এরূপ ব্যভাব,
সুখেতে যাপন হয় জীবন তাহাব।
পর উপকার যিনি কবেন সাধন,
কুবাক্য কাহারে নাহি কন কদাচন,

মাতা আর ভগ্নী সম পরস্ত্রীতে জ্ঞান,
সকলের প্রতি যাঁর দয়া বিদ্যমান,
গো মহিষ আদি যিনি করেন পালন,
তৃষিতের তৃষ্ণা যিনি করেন বারণ,
সদাই প্রশান্ত ভাব করেন ধারণ,
করেন না কভু কারো দোষ বিঘোষণ,
পিতা মাতা আদি করি গুরু জন যত,
যাঁদের মর্য্যাদা তিনি রাখেন সতত,
তুকা বলে, এ স্বভাব আশ্রমের সার,
ইহাপেক্ষা তপ ব্রত নাহি দেখি আর।

আপামর সাধারণের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তুকারাম নিম্নলিখিত অভঙ্গটীতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

দুঃখিত ব্যথিত জনে করি বিলোকন,
যে জন আপন জ্ঞানে করয়ে গ্রহণ,
ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁরে করেন রমণ,
সাধু ব'লে সবে করে তাঁহারে গণন।
যে জন সহায়হীনে সহায়তা করে,
ভৃত্যগণে সুতসম করুণা বিতরে,
তুকা বলে, এবচন জানহ নিশ্চয়,
ধরা মাঝে ঈশ্বরের স্বরূপ সে হয়।

পৃথিবীর সুখ ও দুঃখ পর্য্যায় ক্রমে দেখা দেয়। এ জন্য

সাধুগণ পার্থিব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। তুকারাম, এ সম্বন্ধে, নিম্ন-লিখিত অভঙ্গটী বিবৃত করিয়াছেন।

এক সময়েতে কেহ জল উঠাইছে,
অপর সময়ে খাটে আরাম করিছে।
কখন পেতেছে খেতে থালা পূর্ণ খানা,
কখন বা জুটিতেছে বাসি রুটি খানা।
কখন বা ঘোড়া আর গাড়ী চড়িতেছে,
কখন বা পদব্রজে গমন করিছে।
কখন হতেছে দেহ চারু বস্ত্রে ঢাকা,
কখন দিতেছে অঙ্গে ছেঁড়া আঙ্গরাখা।
ধনাধীপ হয়ে কভু সুখে করে বাস,
দুখের জ্বালায় কভু হতেছে হতাশ।
উত্তম লোকের সহ হইতেছে বাস,
কখন মন্দের সহ হয় সহবাস।
তুকা বলে, সার জেনো বচন আমার,
সুখ দুঃখ ব'লে কভু করোনা বিচার।

সাধুদিগের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা ভগবানের প্রতি তাঁহাদের জীবনের সমুদয় নির্ভর করেন। ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে এই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন:—তোমাদের জীবন সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই—কি খাইবে কি পরিবে, এ ভাবনার ফল কি? গগনবিহারী পক্ষীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—তাহারা

বীজ বপন করে না, এবং শস্য পরিপক্ক হইলে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। কিন্তু, আমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদের খাওয়াইতেছেন। তোমরা কি তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহ? তাই বলি, তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার পবিত্রতা অন্বেষণ কর। তাহা হইলে, সাংসারিক সমুদয় তোমাদের হস্তগত হইবে। তুকারাম এ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত উপদেশ দিয়াছেন।

শিশুকে কি তাহার জননীর কোলে দিবার প্রয়োজন আছে? তিনি তাঁহার স্নেহের টানে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। কেন আমি চিন্তা করিব? জগৎজননার যাহা করিবার তিনি নিজেই তাহা করিবেন। না চাহিতেই, জননী তাহার শিশুর জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া দেন। শিশু না খাইলে, তাঁহার খাইয়া তৃপ্তি হয় না। যখন সে খেলা করিতে কোন খানে গমন করে, জননী অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনেন, এবং তাহাকে বক্ষঃ স্থলে চাপিয়া রাখেন। সন্তান পীড়িত হইলে, জননী অগ্নিতে পতিত শস্যের ন্যায় অস্থির হন। তবে কেন দেহ রক্ষার জন্য চিন্তা কর? স্থির জেনো, জগৎজননী তাঁহার সন্তানের ক্লেশ দেখিবেন না।

ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই করিতে পারি না, এই ভাবটী তুকারাম নিম্নলিখিত দুইটী অভঙ্গতে বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

নিজ ক্ষমতায় কারো সরে না বচন,
আছেন বাক্যের মূলে দেব নারায়ণ।
সুমধুর রব করে বিহঙ্গ নিচয়,
ইহার মধ্যেতে পাই তাঁর পরিচয়।
কি উত্তর দিব আমি কি সাধ্য আমার?
ক্ষমতা দিলেন তিনি বাক্য বলিবার।
তুকা বলে, কে বুঝিবে মহিমা তাঁহার,
পঙ্গুতে চলিতে পারে ক্ষমতায় যাঁর।

---

যে জন বিরাগী হয় ত্যজিয়া সংসার,
ঈশ্বরের তার প্রতি করুণা অপার।
নিয়ত থাকেন তিনি সঙ্গেতে তাহার,
দুঃখেতে হয়েন দুঃখী, সুখে সুখ তাঁর।
ঈশ্বরের নাম ল'য়ে বেড়ায় যে জন,
তার কার্য্য ভগবান করেন সাধন।
তুকা বলে, করিবারে দয়া বিতরণ,
ঈশ্বর সকল ভার করেন ধারণ।

---

তুকারাম যখন যে ভাবেতে থাকিতেন, অভঙ্গ দ্বারা তখন সেই ভাব প্রকাশ করিতেন। প্রথম অবস্থায়, তিনি তাঁহার কুপ্রবৃত্তি ও পাপের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিলেন। সে সময়ের রচিত কএকটা অভঙ্গ নিম্নে বিবৃত করিলাম—

পাপী ও পতিত আমি নিলাম শরণ,
লজ্জা হ'তে কর রক্ষা ওহে নারায়ণ!
আমি হে, যেমন পাপী, পরম ঈশ্বর!
তোমারও অসীম দয়া ভক্তের উপর।
দ্রৌপদীরে কত কষ্ট দিল শত্রুগণ,
তুমি তারে বাঁচাইলে, ওহে নারায়ণ!
প্রহ্লাদের তরে হ'লে স্তম্ভেতে উদ্ভব,
আমারে ভুলিলে কেন ওহে ভবধব?
ব্রাহ্মণ সুদাম, দুঃখ পেয়েছিল কত,
তাহারে তোমার * সম করিলে উন্নত।
তুকা বলে, একেবারে নিলাম শরণ,
দূর কর মম পাপ, দেব নারায়ণ!

---

পাপ তাপ ভাল মন্দ যাহা মম আছে,
দূর কর, এই ভিক্ষা চাহি তব কাছে।
দূর করি ক্রোধ লোভ আদি শত্রুগণ,
অন্তরে বিরাজ কর, দেব নারায়ণ!
তোমার নিকটে কিছু অসাধ্য কি বল,
ইচ্ছা হ'লে পারো তুমি করিতে সকল।
কি কব ক্ষমতা তব, এই ত্রিভুবন
খেলার ছলেতে তুমি করিলে সৃজন।

* বোধ হয়, ইহার তাৎপর্য্য সালোক্য পদ পাওয়া।

তোমাকে কি শিখাইব, সর্ব্ব শক্তিমান্!
তুকা বলে, পাণ্ডুরঙ্গ হও বিদ্যমান।

---

সর্ব্ব অন্তঃকরণেতে নিলাম শরণ,
সঁপিলাম তব পদে, দেহ বাক্য মন।
তোমাতেই আছে বদ্ধ কামনা আমার,
আর কিছু নাই মম চিন্তা করিবার।
বৃহৎ পাপের বোঝা বহি সর্ব্বক্ষণ,
তোমা বিনা কে নাবাবে, দেব নারায়ণ!
বহু দূর হ'তে সঙ্গ লয়েছি তোমার,
তুমি বিনা এ দাসের কেবা আছে আর।
আমার পাওনা নিতে হয়েছি হাজির,
চুকাইয়া দেও মোরে ক'রে দিন স্থির।

---

চৈতন্য দেব যেমন নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম শুনাইয়াছিলেন এবং হরিনামের গুণে অসংখ্য পাপীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুকারামও হরি নাম সুধা সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি এই মধুর নামটী উচ্চারণ করিবার জন্য, নিম্নলিখিত অভঙ্গটীতে, সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্থির জেনো এই দেহ হইবে পতন,
তবে কেন তাঁর নাম না কর গ্রহণ?

এই নামে তরিয়াছে কোটি কোটি নর,
বৈকুণ্ঠে বিরাজ তারা করিছে এখন।
তাঁর নাম বিনা সত্য কিছু নাই আর,
হয় না কি সমুদিত মনেতে তোমার ?
তুকা বলে, বেদের অতীত এই নাম,
বিলাইল বাসুদেব না লইয়া দাম।

বিনম্র ভাব ধারণ করা যে অতি কর্ত্তব্য, তুকারাম তাহা নানা প্রকার উপমার দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে ছোট হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। নিম্ন-লিখিত দুইটী অভঙ্গতে এই ভাবটী প্রকাশিত হইয়াছে।

নম্র ভাব অতি ভাল, ওহে ভগবান।
তাহ'লে অন্তরে হিংসা নাহি পায় স্থান।
প্রবল বন্যাতে কত বৃক্ষ ভেসে যায়,
থাকিবার স্থান কিন্তু তৃণ আদি পায়।
যখন নদীর ঢেউ নিকটেতে ধায়।
তৃণ চয় হেঁট হয়, জল চ'লে যায়।
তুকা বলে, নম্রতার এই চারু ফল,
তাহার উপর কেহ হয় না প্রবল।

---

আমাকে ক্ষুদ্রতা দেও, দেব নারায়ণ!
তাহা হ'লে ধন্য হ'বে আমার জীবন।

পিপীলিকা মনের সুখেতে চিনি খায়।
হাতীর মস্তক বিদ্ধ ডাঙ্গসের ঘায়।
যাহার শরীরে আছে মহত্ত্ব অধিক,
তাহাকে ভুগিতে হয় ক্লেশ সমধিক।
তুকা বলে, সার জেনো মানস আমার,
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র হওয়া উচিত তোমার।

---

তুকারামের মতে ঈশ্বরকে অতি সহজে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

করিতে ঈশ্বর চিন্তা সময় না চাই,
হ'তে পারে সম্পাদন তাহা সর্ব্বদাই।
যে বদন সর্ব্বদাই হরি নাম বলে,
তাহাই ত ধন্য হয় এই ধরাতলে।
ঈশ্বরে অর্পিতে প্রেম শিক্ষা কর মন।
তুকা বলে, সার হীন যা কর দর্শন।

---

ক্ষমা ধৈর্য্য আর শান্তি এই তিন যথা,
সেই খানে ভগবান্ থাকেন সর্ব্বথা।
যে গৃহে দেখেন তাঁর আশ্রম স্থাপন,
দ্রুতবেগে সে গৃহেতে করেন গমন।
যেখানেতে তাঁর নাম হয় সংকীর্ত্তন,
ভিক্ষুকের ন্যায় তথা করেন গমন।

তুকা বলে, তাঁর নাম মুখেতে আনিলে,
উপাসনা হয় তাঁর, ভগবান মিলে।

তুকারাম একেশ্বরবাদী ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান রূপ ধারণ করিতেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার এই মতটী নিম্ন-লিখিত কএকটী অভঙ্গতে ব্যক্ত হইয়াছে।

যে ভাবে মানুষ তাঁরে করয়ে চিন্তন,
সেই ভাবে তিনি তারে দেন দরশন।
অরূপ স্বরূপ হওয়া, এ খেলা তাঁহার।
ইষ্টকে দেখিতে পাই পদ চিহ্ন তাঁর।
এক ভাব ধরে চিনি, সদা দেখা যায়।
যে অংশ তুলিয়া লও, খুঁত নাহি তায়।
তুকা বলে, সেই রূপ হরির সৃজন,
সমুদায়ে ঐশ ভাব হয় দরশন।

---

এ * আধারে পূজি আমি প্রফুল্ল অন্তরে।
চতুর্দ্দশ পৃথ্বী কিন্তু তোমার ভিতরে।
করি নানা সাজ সজ্জা তোমায় নাচাই,
কিন্তু, তব দেহ কিম্বা অবয়ব নাই।
তোমার নিমিত্ত করি ভজন কীর্ত্তন,
বাক্যের অতীত কিন্তু, তুমি নারায়ণ।

---

* পাণ্ডারপুরের বিঠোবাদেবকে দর্শন করিয়া তুকারাম এই অভঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন।

ঝুলায়েছি অঙ্গে তব প্রসূনের হার,
অথচ সকল হ'তে, স্বাতন্ত্র্য তোমার।
তুকা বলে, অবয়ব করিয়া ধারণ,
আমার মঙ্গল চিন্তা করহ চিন্তন।

---

রক্ষা কর্ত্তা মুক্তি দাতা, ওহে নারায়ণ!
আমার এ মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ।
থাকে যেন তব মূর্ত্তি আমাব অন্তরে।
আমার রসনা যেন তব নাম করে।
ভক্তের রক্ষক তুমি, বিশ্বের কারণ।
তুকা বলে, তুমি দেব জীবের জীবন।

---

কর যোড় কোরে, ওহে জগৎ জীবন!
দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে ভিক্ষার কারণ।
কি আর চাহিব নাথ তোমার সদন,
প্রেমের মিষ্টান্ন, কিছু কর বিতরণ।
ভিক্ষুকের চীৎকার কেন সহ আর,
কেনই আসিতে দেও তারে বার বার?
তুকা বলে, যথার্থই দাতা যেই জন,
ভিক্ষুকের কাছে সেবা চাহে না কখন!

যদিও তুকারাম মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের পূজা করিতেন, তথাপি, অন্তর পবিত্র না হইলে, বাহ্যিক নিয়ম

ব্রতে যে কোন ফল হয় না, তাহা তিনি নিম্নলিখিত দুইটী অভঙ্গতে প্রকাশ করিয়াছেন—

বৃহস্পতি প্রবেশিলে পঞ্চম রাশিতে,
নাপিত ও পুরোহিত অর্থ লাভ করে।
কিন্তু, বল কি হইবে মস্তক মুড়িলে ?
রাশি রাশি পাপ যার মনের ভিতরে।
তুমি যাহা মুড়াইলে, তাহাই ত গেল।
বল হে পাতকি তব কি ফল হইল ?
ঘুচিল মনের মলা কিসে জানা যায় ?
তুকা বলে, ভক্তি বিনা সকলি বৃথায়।

---

যদ্যপি সন্দেহ থাকে মনের মাঝারে,
সকলেই পাপ ব'লে গণ্য করে তারে।
মনের ভিতরে দেখ মানস আমার,
ভালমন্দ দুই গুণ আছে সবাকার।
সৎ চিন্তা সকলের সার জেনো ভাই,
এ হ'তে যে ফল ফলে তুল্য তার নাই।
তুকা বলে, ভাই সব, এই জেনো সার,
মনকে পবিত্র করা বিহিত সবার।

গেরুয়া বসন পরিলে, তিলক ধারণ করিলে, কিম্বা অন্য কোন বাহ্য আড়ম্বর করিলে, কেহ সাধু হয় না। যাহার অন্তর পবিত্র এবং যে সৎকার্য্য করিয়া থাকে, সেই প্রকৃত

সাধু। নিম্ন লিখিত অভঙ্গটীতে তুকারাম এই ভাবটী ব্যক্ত করিয়াছেন—

অন্তর পবিত্র যার মিষ্ট-ভাষী যেই,
প্রকৃত ধার্ম্মিক ব'লে গণ্য হয় সেই।
পরুক বা না পরুক গলদেশে হার,
তার পক্ষে নাহি চাই এরূপ বিচার।
ভাল রূপে আত্ম জ্ঞান হইয়াছে যার,
থাকুক বা না থাকুক শিরে জটা তার।
পরযোষা প্রতি যার মন্দ ভাব নাই,
মাখুক বা না মাখুক সর্ব্ব অঙ্গে ছাই।
অন্ধ যে পরের ধনে, পর দোষে মূক,
তুকা বলে, সাধু সেই, সদা তার সুখ।

একটী মূর্ত্তি অবলম্বন না করিলে যে সাধকের প্রকৃত ভক্তির উচ্ছ্বাস বাহির হয় না, নিম্ন-লিখিত অভঙ্গটী তাহা প্রমাণ করিতেছে। পাণ্ডারপুরের বিঠোবা দেবকে দর্শন করিয়া, তুকারাম এই অভঙ্গটী রচনা করিয়াছিলেন :—

মন্দিরের পবিত্রতা প্রভাবে যাহার,
ব্রত আর নিয়মের যিনি মূলাধার,
হইলেন এখানেতে তিনি বিরাজিত,
আমাদের মন প্রাণ করিতে মোহিত।
তাঁহার এ চারু-রূপ করি দরশন,
দরশন তৃষ্ণা মম হ'লো নিবারণ।

জীবের জীবন যিনি, সুখের আকর,
দাঁড়ায়ে আছেন তিনি ঠোঁটে দিয়া কর।
সকলের স্রষ্টা যিনি দুষ্টের শাসক।
দয়ার সাগর যিনি, দীনের পালক।
তিনিই পরম দেব পূজ্য সবাকার,
নিরাকার দেব তিনি, তিনিই সাকার।
তুকা বলে, বেদ যাঁরে বুঝিতে না পারে,
গুণ গান করি মোরা পাইয়াছি তাঁরে।

এই ভাবে উপাসনা করিয়া, তুকারাম মনের শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্ন-লিখিত দুইটী অভঙ্গতে তিনি তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

অস্থায়ী পৃথ্বীরে, বল কে করে গণন,
হরির চিহ্নিত লোক, মম বন্ধুগণ।
আমার সময় যায় ঈশ্বর চিন্তনে,
ইহাতে সঞ্চিত হয় রাশি রাশি সুখ।
দিবা আর নিশি যায় প্রফুল্লিত মনে,
স্বপনেও নাহি পাই কিছু মাত্র দুঃখ।
তুকা বলে, ঈশ্বর চিন্তার ফল এই,
তাঁহাকে সদাই পায় ভক্ত জন যেই।

মানবেরে কুপ্রবৃত্তি করে অধিকাব,
হ'যেছি পবিত্র কিন্তু, লযে নাম তাঁব।
সুপবিত্র এই বিশ্ব আমাদেব কাছে,
ভেদাভেদ জ্ঞান সব দূব হইযাছে।
বাস কবি সর্ব্বদাই ব্রহ্মনিকে 'নে,
যেখানে না দেখা যায় কু-দৃশ্য সকল।
তুকা বলে, সদা মোবা থাকিযা নির্জ্জনে,
ব্রহ্মেতে কবিব ভোগ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ফল।

শেষোক্ত অভঙ্গটীতে, তুকাবাম প্রকাশ কবিযাছেন যে, ঈশ্ববকে প্রাপ্ত হইলে আব জীবেব স্বাতন্ত্র্য থাকে না। জীব আব শিব এক হইয়া যায়! আব এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, শিবত্ব লাভ কবিলেও, জীব তাহাব স্বভাব বশতঃ হবিনাম লইতে ক্ষান্ত থাকিতে পাবে না। যথা—

ছিলেন ভিখাবী তিনি থাগেুাবাব দ্বাবে,
হ'লো অশ্বাবোহী দল অধীন তাঁহাব।
গেলনাকো তবু তাঁর পূর্ব্বেব অভ্যাস,
বহিল পূর্ব্বেব মত ভিক্ষাব চীৎকাব।
ভ্রমিতেন দ্বারে দ্বাবে গ্রহ-বিপ্র হ'য়ে,
সুখভোগ হোলো শেষে সামবাজ্য ল'য়ে।
পূর্ব্বের অভ্যাস কিন্তু গেলনা তাঁহার,
কিছুতেই পাঁজি পড়া থামিল না আর।

যে রমণী এক কালে ছিল চাকরাণী,
ভাগ্য ফলে সেই জন হোলো পাটরাণী।
পূর্ব্বের স্বভাব কিন্তু হইল না দূর,
ঘোরা ফেরা ক'রে পান প্রমোদ প্রচুর।
তুকা ছিল প্রথমেতে সাধুদের সঙ্গী,
একাত্মা হইল শেষে পাণ্ডুরঙ্গসহ।
পূর্ব্বের অভ্যাস কিন্তু, গেল না তাহার,
ঈশ্বরের নাম জপ করে অহরহ।

অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা উল্লিখিত অভঙ্গটীর দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। জীব একেবারে ঈশ্বর হইয়া যাইবে, সোঽহং বলিয়া লোকের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিবে, অদ্বৈতবাদ এ প্রকার মত প্রচার করে না। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অদ্বৈত-বাদী যে পৃথিবীর সুখ দুঃখে অভিভূত হয় না, কুবৃত্তিচয় যাহার মনে স্থান পায় না, এবং সকল জীবকে যে সমভাবে দর্শন করে। ফল কথা এই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্রতার নিকটবর্ত্তী হইবে, তাঁহার ভাবের সহিত যাহার যোগ হইবে, সেই ব্যক্তি অদ্বৈত-বাদী বলিয়া পরিগণিত হইবে। তুকারাম, এই পৃথিবীতেই ঈশ্বরের সহিত একাত্মা হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাবকে হৃদগত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তিনি ঈশ্বরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

তুকারাম, পূর্ব্ব এবং পর জন্ম বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ইহাও বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিলে জীবের আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। নিম্নলিখিত কএকটী অভঙ্গতে এই ভাবটী প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবাদ এই যে, ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে, তুকারাম এই অভঙ্গগুলি রচনা করিয়াছিলেন ঃ—

করিতেছি এবে আমি স্বধামে গমন,
লও লও লও মম শেষ সম্ভাষণ।
একাল পর্য্যন্ত আমি ছিলাম ধরায়,
দয়ার সহিত ক'রো স্মরণ আমায়,
এখন হইতে আর আসা যাওয়া নাই,
সে সম্বন্ধে সমুদায় শেষ হোলো ভাই।
রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবারে স্মর সর্ব্বক্ষণ,
তুকারাম করিতেছে বৈকুণ্ঠে গমন।

---

আমার এ আবাসের ভিতর বাহিরে,
নিবাস করহ সবে পাইয়া আরাম।
আমা হ'তে যাঁরা হন বয়সে প্রবীণ,
দিও দিও তাঁহাদের বিনম্র প্রণাম।
মধুর মিষ্টতা যথা মাছি তথা ধায়,
আঙ্গ-রাখা ছিন্ন হ'লে যোড়া নাহি যায়,

সাগরেতে স্রোতস্বতী হইলে পতন,
বাহির হইয়া নাহি আসে কদাচন।
এই বাক্য সাবধানে করহ গ্রহণ,
তুকা গেল, আর না আসিবে কদাচন।

---

পরীক্ষা হইতে তুকা উত্তীর্ণ হইল,
ইহা দেখে সকলের প্রাণ চমকিল।
প্রতি দিন ঈশ্বরের গুণ বিঘোষণ,
কর্ম্মের মধ্যেতে তার ইহাই এখন।
বসিয়াছে তুকা এবে স্বর্গীয় বিমানে,
সাধুগণ করিয়াছে তাহা দরশন।
ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন হরি ভক্তির কারণ,
তুকার হইল তাই বৈকুণ্ঠে গমন।

সম্পূর্ণ।

---

# পরিশিষ্ট।

## ক

## পণ্ডরপুর তীর্থ।

এই নগরটী পূর্ব্বে বন ছিল। ইহার নাম ছিল ডিণ্ডির বন। এই বনটী নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। পুণ্ডরীক নামক এক জন দেশস্থ * ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা মাতার সহিত এই বনের ভিতরে একটী কুটীরে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার পিতার নাম জানুদেব এবং মাতার নাম সত্যবতী ছিল। পঞ্চম বৎসর বয়সে উপবীত ধারণ করিয়া, পুণ্ডরীক, পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত, পুণ্ডরীক তাঁহার জনক জননীর বাধ্য ছিলেন। কিন্তু, বিবাহের পর, তাঁহার স্ত্রীর কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেবল ইহা নহে, সাংসারিক সমুদায় কার্য্য তাঁহাদিগকে নির্ব্বাহ করিতে হইত, আর তাঁহার স্ত্রী রাজরাণীর ন্যায় বসিয়া থাকিত। পুণ্ডরীক এবং তাঁহার স্ত্রী উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিত এবং উত্ত-

* দাক্ষিণাত্যে, দেশস্থ এবং কোকনস্থ, ব্রাহ্মণদের দুইটী প্রধান শ্রেণী।

মোত্তম বস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতা, সামান্য অশন দ্বারা উদর পূর্ণ করিতেন এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করত লজ্জা নিবারণ করিতেন। পিতা মাতার ক্লেশ দেখিয়া, পুণ্ডরীক তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে বাধা পাইতেন। সুতরাং, জানুদেব ও সত্যবতীর কষ্ট নিবারণ পক্ষে আর কিছু মাত্র আশা রহিল না। এবম্প্রকারে, জীবন যাপন করা তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তীর্থ দর্শন করিবার সংকল্প করিলেন, এবং তাঁহাদের অভিপ্রায় পুণ্ডরীককে জানাইলেন। পুণ্ডরীক ইহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ইহা জানিতে পারে নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, ইঁহাদের তীর্থ যাত্রার বিষয় অবগত হইয়া, পুণ্ডরীকের স্ত্রী তীর্থ দর্শন করিবার জন্য তাহার স্বামীকে অনুরোধ করিল। পরে, উভয়ে ঘোটক আরোহণে যাত্রা করিল। কএক দিন পরে, তাহারা জানুদেব ও সত্যবতীর সহিত মিলিত হইল।

জানুদেব ও সত্যবতীর যন্ত্রণা পুনরায় আরম্ভ হইল। এখন আবার তাঁহাদের ক্লেশ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। পুত্র ও পুত্রবধূর কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদিগকে ঘোড়ার সেবা করিতে হইত। ভ্রমণ করিতে করিতে, যাত্রীগণ কাশীধামের দক্ষিণে, কুক্কুট স্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইলেন। রাত্রিতে আহারাদিব পর, সকলে শয়ন করিলেন। পথশ্রমের জন্য তাঁহাদের সুনিদ্রা হইল। কিন্তু, পুণ্ডরীক নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইলেন। এই অবস্থায়, তাঁহাব দৃষ্টি উঠানের দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, কএক জন কুৎসিতা রমণী মলিন বেশে স্বামীজীর নিকট গমন করিল। কিন্তু, তাঁহাব নিকট হইতে প্রত্যাগমন কালে, তাহাদের দেহে সৌন্দর্য্য দেখা দিল, এবং তাঁহাদের বেশ ও পরিবর্ত্তন হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া পুণ্ডরীক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে, তিনি তাঁহাদিগকে এই পবিবর্ত্তনেব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাবা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন :—"তোমার ন্যায় পাপীদিগকে দেখিয়া আমবা মলিন হইয়াছিলাম। পবে, যখন স্বামীজীব দর্শন পাইলাম, তখন আমরা দিব্য দেহ ধারণ করিলাম। তুমি কি জান না যে, পিতা মাতার ঋণ কোন প্রকারে পবিশোধ কবা যায় না? তাঁহাদের সেবা করা দূবে থাক, তুমি তাঁহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছ। ব্রহ্মহত্যা ও পুত্র হত্যাকেও আমবা ক্ষমা কবিতে পারি। কিন্তু, গুরু ও পিতৃদ্রোহীকে আমবা কোন প্রকাবে নিষ্কৃতি দিতে পারি না।

এই কথাগুলি, পুণ্ডবীকেব অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল। তিনি তাঁহার পাপের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। পরে, তিনি রমণীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুক্কুট স্বামী

কি প্রকারে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, এবং তাঁহারাই বা কে? রমণীগণ বলিলেন যে, পিতা মাতার সেবা করিয়া স্বামীজী পবিত্র হইযাছেন, এবং তাঁহাদের নাম, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী এবং গোদাবরী। পুণ্ডরীক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নদীতে কি প্রকারে পাপ স্পর্শে? তাঁহারা বলিলেন যে, তোমার ন্যায় পাপী আমাদের জলে অবগাহন করিলে, আমরা তাহাদের পাপে মলিন হই, এবং স্বামীজীর ন্যায় পূত আত্মাগণের দর্শন লাভ করিলে, আমাদের মলিনতা দূর হয়, এবং আমরা পবিত্র হই। ইহা শুনিয়া, পুণ্ডরীক বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। তখন রমণীগণ পুণ্ডরীককে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পিতা মাতার সেবা করেন। তাহা না করিলে, কোটি তীর্থ দর্শনেও তাঁহার কোন ফল হইবে না। আর, পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে, তীর্থ দর্শনে কোন ফল নাই। এই বলিয়া তাঁহারা অন্তর্ধান হইলেন।

এখন হইতে পুণ্ডরীক তাঁহার পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পুণ্ডরীকের কাছে, উল্লিখিত বিস্ময়কর ব্যাপারটী অবগত হইয়া, তাঁহার স্ত্রীর ও উত্তম শিক্ষা লাভ হইল। পরে সকলে, তীর্থ দর্শন স্থগিত রাখিয়া, গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পিতা ও মাতাকে ঘোটকের উপর বসাইয়া, পুণ্ডরীক, সস্ত্রীক, পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া, পুণ্ডরীকের স্ত্রী কাতরা হইয়া পড়িল। পথ

চলা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তাহাব কষ্টের কথা পুণ্ডরীককে জানাইল। পুণ্ডরীক তিবস্কার করিযা বলিলেন যে, তাহাকে অবশ্যই হাঁটিয়া যাইতে হইবে। অগত্যা, তাহাকে পদব্রজে গমন কবিতে হইল। অবশেষে, তাঁহাবা ডিণ্ডির বনে, তাঁহাদের আবাস স্থানে আসিযা উপস্থিত হইলেন।

এখন হইতে, পুণ্ডবীক প্রত্যহ পিতা মাতাকে স্নান করাইয়া, পুষ্প দ্বাবা তাঁহাদিগকে পূজা কবিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদেব আজ্ঞাবহ হইযা বহিলেন। তাঁহাদের ভোজন কবাইয়া নিজে ভোজন কবিতেন, এবং বাত্রিতে, তাঁহাবা শয়ন কবিলে পব তিনি শযন কবিতেন। তাঁহাব স্ত্রীও এই সেবা-ব্রতে যোগ দিল। কিছু কাল পরে, নাবদ মুনি পুণ্ডবীকেব নিকট আগমন কবিলেন। পুণ্ডবীক তাঁহাব যথাযোগ্য সৎকাব কবিলেন। পবে, উভযের মধ্যে নানা প্রকাব সদালোচনা হইতে লাগিল। পুণ্ডবীক, মুনিপ্রববকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, এই স্থান হইয়া যে নদীটী বহিতেছে ইহাব নাম চন্দ্রভাগা কেন হইল। নাবদ বলিলেন যে, ইন্দ্র, গৌতম মুনিব স্ত্রী অহল্যাকে হবণ করিলে পব, গৌতম তাঁহাকে অভিসম্পাৎ কবেন। পবে, ইন্দ্র, যোড়কবে, মুনিব কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কবিলে, গৌতম বলিলেন যে, তাঁহার দেহ ইষ্টক হইয়া ডিণ্ডিব বনে পতিত হইবে। বহুকাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ এই বনে আসিয়া, ইহার উপর তাঁহার চরণ স্থাপন কবিলে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বকার দেহ প্রাপ্ত

হইবেন, এবং ইন্দ্রত্বে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আর, চন্দ্র, উক্ত পাপ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও দণ্ড পাইয়াছিলেন। তখনই কুষ্ঠ রোগ তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, মুনি তাঁহাকে এই বব দিলেন যে, ভীমা নদীতে স্নান করিলে তিনি আরোগ্য লাভ কবিবেন, এবং তাঁহার দিব্য কান্তি হইবে। এই ঘটনা হইতে, ভীমানদী চন্দ্রভাগা নাম ধারণ কবিল। এই বৃত্তান্তটী বলিযা, নাবদ মুনি পুণ্ডবীককে বলিলেন যে, ভগবান এখানে আগমন কবিলে, তাঁহাকে যেন এই ইষ্টকেব উপব বসান হয়, এবং তাঁহাকে শ্রী বিঠ্‌ঠল নাম দিয়া, এই স্থানে তাঁহাকে স্থাপন কবা হয়। এই আদেশ প্রদান কবিযা, নাবদ মুনি অন্তর্ধান হইলেন।

দ্বাবকায় অবস্থিতি কালে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী দেবীসহ ডিণ্ডির বনে আগমন কবেন। ভ্রমণ কবিতে কবিতে, পুণ্ডবীকেব কুটীবে গিযা উপনীত হইলেন। সে সময়ে পুণ্ডবীক তাঁহার পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। অন্যমনস্ক থাকাতে, পুণ্ডবীক তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু, জানুদেব দেখিতে পাইযা, পুণ্ডবীককে অভ্যর্থনা কবিতে বলিলেন। পুণ্ডবীক তাঁহাব সেবা-ব্রত ত্যাগ করিলেন না। তবে, নাবদমুনির আদেশ স্মরণ করত, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীব সমক্ষে ইষ্টকখানি রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা এই ইষ্টকখানির উপব দাঁড়াইলেন। পিতা মাতার

কার্য্য শেষ হইলে পর, পুণ্ডরীক, শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, পিতা মাতার সেবায় তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া, তিনি তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মনের অভিলাষ জানাইলে, তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন। পুণ্ডরীক বলিলেন যে, লোকে ভবযন্ত্রণায় অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে। ইহা হইতে তাহারা মুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি এখানে অবস্থিতি করিবেন, এবং লোকে চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিয়া পুণ্ডরীককে দর্শন করিবে। তদনন্তর, শ্রীবিঠ্ঠলের নাম জপ করিয়া তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিলে, আর তাহাদের পুনর্জন্ম হইবে না। এই বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণী দেবী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনাটী চারিদিকে প্রচার হইল। যাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মূর্ত্তি ইষ্টকোপরি স্থাপিত হইল। ধনী ব্যক্তিগণ, দেবালয় এবং ইহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীকের স্বর্গারোহণের পর, তিনি দেবত্ব লাভ করিলেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে, তাঁহার জন্য একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। যে স্থান বনাকীর্ণ ছিল, তাহা ক্রমে একটী নগরে পরিণত হইল।

জি, আই. পি, রেলওয়ের বারসি রোড্ ষ্টেশন হইয়া পণ্ঢরপুরে যাইতে হয়। এই ষ্টেশন হইতে পণ্ঢরপুর প্রায়

৫। গ্রামের মধ্যে চুরি, ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি ব্যাপার ঘটিলে, তৎসম্বন্ধে পঞ্চায়েত স্থাপন করা, এবং পঞ্চায়েতের মীমাংসাসহ তাহা নিকটস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর গোচর করা।

৬। কোন প্রধান কর্ম্মচারী গ্রামে উপস্থিত হইলে, তাঁহার অবস্থিতি এবং ভোজন আদির ব্যবস্থা করা।

৭। সাধারণতঃ মামলেদারদিগকে সাহায্য করা।

১৬ ক্রোশ দূবে অবস্থিত। তথায় যাইবার জন্য, টঙ্গা গাড়ী পাওয়া যায়। চন্দ্রভাগা নদীর তীর পর্য্যন্ত শকটা-রোহণে যাওয়া যায়। পবে, নৌকাযোগে নদী পাব হইতে হয়।

---

খ

## পাটেল। ২৯ পৃষ্ঠা, ১ম পঙ্ক্তি।

দাক্ষিণাত্যে, গ্রামের পাটেল, সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তাঁহাব উপর অনেকগুলি কার্য্যেব ভার থাকে। তদ্‌যথা :—

১। প্রজাদিগেব নিকট হইতে বাজস্ব আদায় কবিয়া তাহা মামলেদারের * নিকট প্রেবণ কবা।

২। সামবাজ্যের খাস জমীব সীমা যাহাতে সংরক্ষিত হয় তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা।

৩। জন্ম এবং মৃত্যুব হিসাব রাখা, এবং তাহা মামলে-দাবের গোচর করা।

৪। গ্রামে শান্তিবিধান এবং গ্রামবাসীদেব স্বাস্থ্যবক্ষাব উপায় করা।

---

* সব্ ডেপুটী কলেক্টবেব ন্যায় পদস্থ ব্যক্তি।